যুদ্ধের মধ্যেই ফিলিস্তিনে ৩০০০ বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা ইসরায়েলের

সারে-জমিন

হেঁটে,সাইকেলে গ্রামের মানুষের কাছে বিডিও

রূপসী বাংলা

মধ্যপ্রাচ্যে 'টাইমবোমা' বিস্ফোরণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে

সম্পাদকীয়

আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় নিয়ে নমঃসূদ্র, উদ্বাস্তুদের বিক্ষোভ

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
১১ ফাল্গুন ১৪৩০
১৩ শাবান, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

সোবার্স-বোথামদের পাশে অশ্বিন, টেস্ট শতকে নজির রুটের

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 53 ■ Daily APONZONE ■ 24 February 2024 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

মার্চের প্রথমে তিনটি সভা করতে রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর সরকারি কর্মসূচির অংশ হিসাবে ১ ও ২ মার্চ পশ্চিমবঙ্গে থাকবেন এবং ৬ মার্চ উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় একটি মহিলা সমাবেশে ভাষণ দেবেন। বিজেপি সূত্রে খবর, ১ ও ২ মার্চ যথাক্রমে আরামবাগ ও কৃষ্ণনগরে থাকবেন মোদী। জনসভাতেও ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। তবে বারাসতে সভা করার কারণ সন্দেশখালিতে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে তিনি কোনও জোরদার মন্তব্য করতে পারেন। সন্দেশখালিতে ইডি অভিযানের পর তাদের উপর হামলার অভিযোগ ওঠে স্থানীয় তৃণমূল নেতা সেখ শাহজাহানের উপর। শাহজাহান এখনও নিখোঁজ থাকলেও তার সঙ্গী সাথীদের নানা কাজের বিরুদ্ধে মহিরাদের একাংশ বিক্ষোভ দেখাচ্ছে তাকে হাতিয়ার করে লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি উন্মাদনা সৃষ্টি করতে চাইছে। এই নিয়ে বিজেপি এবং রাজ্যের ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক বিতণ্ড চলছে। সেই আবহের মধ্যে মোদীর সফর। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সদর বারাসত পরিদর্শনের সময় মোদী অভিযোগকারীদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন বলে জল্পনা শুরু হয়েছে।

৩ মার্চ রাজ্যে আসছে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ

লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতে পারে ১৩ অথবা ১৪ মার্চ

আপনজন ডেস্ক: আগামী ১৩-১৪ মার্চ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করতে পারে নির্বাচন কমিশন। তাই নির্বাচন কমিশন এই ঘোষণার পরেই আদর্শ আচরণবিধি (এমসিসি) লাগু হবে।

নির্বাচন কমিশনের দলগুলি এখনও পর্যন্ত বেশ কয়েকটি রাজ্য সফর করেছে এবং সেখানকার ভোটের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের (সিইও) সঙ্গে বৈঠক করেছে।

নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা বর্তমানে তামিলনাড়ু সফর করছেন, যেখানে তারা রাজ্য প্রশাসনের নির্বাচন সম্পর্কিত প্রস্তুতি সম্পর্কে বিশদ দৃষ্টিভঙ্গি নিচ্ছেন।

গত কয়েক মাস ধরে সব রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক করছে কমিশন। সিইও-রা সমস্যার জায়গা, ইভিএম চলাচল, তাদের নিরাপত্তা বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা, সীমান্তে নজরদারি কঠোর করার তালিকা দিয়েছেন। আগামী সপ্তাহে উত্তরপ্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীর সফরে যাবে নির্বাচন কমিশন।

সূত্রের খবর, ১১-১২ মার্চ গোটা কমিশন জম্মু ও কাশ্মীরে গিয়ে ভোটের প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবে। পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখার জন্য এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করার জন্য জম্মু ও কাশ্মীর নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন রাজ্য সফরের সময়সূচিতে শেষ স্থানে রয়েছে। তাই মনে করা হচ্ছে, জম্মু-কাশ্মীর থেকে ফেরার পরেই কমিশন ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করবে। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের সাত দফার লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়েছিল ১০ মার্চ, আর নয় দফার লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়েছিল ৫ মার্চ।

প্রায় ৯৭ কোটি ভারতীয় এবারের লোকসভা নির্বাচনে ভোট দেবেন। মাসব্যাপী নিবিড় বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধন ২০২৪ এর পরে ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল। অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, সিকিম, অরুণাচল প্রদেশের মতো

ভোটে ব্যবহার করা হবে এআই প্রযুক্তি

রাজ্যে একসঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন হবে।

এদিকে, জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ পশ্চিমবঙ্গে আসছে ৩ মার্চ। এ ব্যাপারে সঙশোধিত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে জীতয় নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার জাতীয় নির্বাচন কমিশন নতুন করে যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে তাতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সচিব রাকেশ কুমার জানিয়েছেন, গত ৮ ফেব্রুয়ারির চিঠিতে বলা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন কমিশনের দল সফর করবে ৪ থেকে ৬ মার্চ। তা পরিবর্তিত করা হয়েছে। আগামী ৩ থেকে ৫ মার্চ পশ্চিমবঙ্গে সফর করবে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। এই সফরে পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখবে ফুল বেঞ্চ। রাজ্র নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক রাজীব কুমার সহ ১২ জন নির্বাচনী আধিকারিকও আসবেন রাজ্যে। নির্বাচন কমিশনের দল ৩ মার্চ রাজ্যে পা দিয়ে ওইদিন সন্ধ্যায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ডঃ আরিজ আফতাব এবং নোডাল অফিসারের সঙ্গে বৈঠকে বসবে। পরদিনও কয়েক দফায় বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও ওইদিন জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করেবন রাজীব কুমার ও তার সঙ্গে আসা নির্বাচন আধিকারিকরা। সেই বৈঠকেও রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাবও উপস্থিত থাকবেন। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠকে ১৫ মিনিট করে সময় দেওয়া হতে পারে। দুপুরের পর বিভিন্ন জেলার এসপি, সিপি, ডিভিশনাল কমিশনার এবং আইজি দের সঙ্গে আইন শৃঙ্খলা বিষয়ে বৈঠক করবে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ।

৫ মার্চ প্রথমে এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিগুলির সঙ্গে তারপর রাজ্যের মুখ্যসচিব ও ডিজিপি-র সঙ্গে বৈঠকে বসবে ফুল বেঞ্চ। এর পর রাজ্যে তাদের কির্বাচনী পরিস্থিতিরি অগ্রগতি নিয়ে কথা হবে। সেই অগ্রগিতর কথা সাঙবাদিক বৈঠক করেও জানানো হবে বলে রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর। তারপর তারা দিল্লি রওনা দেবেন।

তবে, নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর মে মাসের আগে লোকসভা নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সোশ্যাল মিডিয়া এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ভুয়ো তথ্য চিহ্নিত করতে এবং মুছে ফেলার জন্য নির্বাচন কমিশনের মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য একটি নিবেদিত বিভাগ তৈরি করা হয়েছে।

নির্বাচনের সময় সোশ্যাল মিডিয়া থেকে মিথ্যা ও উস্কানিমূলক বিষয়বস্তু দ্রুত সরিয়ে ফেলা হবে এবং যদি কোনও দল বা প্রার্থী নিয়ম লঙ্ঘন অব্যাহত রাখে তবে কমিশন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিকে অ্যাকাউন্ট স্থগিত করতে বা তাদের ব্লক করতে বলার মতো কঠোর ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত। আধিকারিকদের মতে, কমিশন ফ্যাক্ট চেকিং, ভুল তথ্যের বিরুদ্ধে লড়াই এবং সংবেদনশীল অঞ্চলগুলিতে বাড়তি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দিকেও মনোনিবেশ করবে।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য বলছে, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ৯৬.৮৮ কোটি মানুষ ভোট দিতে পারবেন। এছাড়া ১৮ থেকে ১৯ বছর বয়সী ১ কোটি ৮৫ লাখ মানুষ ভোট দেওয়ার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছেন।

সন্দেশখালিতে পঞ্চায়েত ভোট কেন্দ্রিক হিংসার রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের সন্দেশখালির অব্যাহত উত্তপ্ত প্রেক্ষাপটে কলকাতা হাইকোর্ট শুক্রবার রাজ্য সরকারকে গত বছর পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় ওই এলাকা থেকে আসা হিংসার অভিযোগের বিশদ বিবরণ জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য সরকারের কৌঁসুলিকে মৌখিকভাবে জানায়, তাঁর স্পষ্ট মনে আছে, পঞ্চায়েত ভোটের সময় সন্দেশখালিতে নির্বাচনী হিংসা সংক্রান্ত একটি মামলা তাদের বেঞ্চে পাঠানো হয়েছিল। রাজ্য সরকারকে মামলার বিশদ বিবরণ বেঞ্চে জমা দিতে বলা হয়েছিল। প্রধান বিচারপতি এই মামলায় আবেদনকারীর বিশদ বিবরণও চেয়েছিলেন। প্রায় ১৫ দিন ধরে উত্তপ্ত সন্দেশখালিতে চলমান উত্তেজনা সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিকালে তিনি এ নির্দেশ দেন। আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি ফের এই মামলার শুনানি হবে এবং ততদিনে রাজ্য সরকারকে সন্দেশখালিতেপঞ্চাযেত নির্বাচনের হিংসার বিবরণ কোর্টে জমা দিতে হবে। এদিকে, শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দের সিঙ্গল বেঞ্চে সন্দেশখালিতে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে আবেদন করে আইনজীবীদের একটি সংগঠন। বিচারপতি চন্দ জানান, আবেদনকারীদের আগে অনুমতি চেয়ে রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করতে হবে।

কংগ্রেসের সঙ্গে আসন রফা নয় রাজ্যে, ৪২ আসনে প্রার্থী তৃণমূলের

আপনজন ডেস্ক: আম আদমি পার্টি কিংবা সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে কংগ্রেসের আসন সমঝোতা সম্পন্ন হওয়ায় স্বস্তি পেয়েছিল ইন্ডিয়া জোট। কিন্তু অস্বস্তি ডেকে আনল পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ও তৃণমূলের আসন রফার সম্ভাবনা বাতিল হয়ে যাওয়ায়, তৃণমূল কংগ্রেস পুনরায় জানিয়ে দিয়েছে, তারা পশ্চিমবঙ্গের ৪২ টি লোকসভা আসনে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। সূত্রের খবর, কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে দুটি আসনে সীমাবদ্ধ না থকে বেশ কয়েকটি আসনের দাবি করেছিল তৃণমূলের কাছে। কিন্তু সেই প্রস্তাবের ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে নানা দোলাচলের পরে তৃণমূলের তরফে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের খবর আসে কংগ্রেসের কাছে।

বৃহস্পতিবার ইঙ্গিত মিলেছিল আসন ভাগাভাগির আলোচনা আবার ট্র্যাকে ফিরে এসেছে। কিন্তু তৃণমূল সূত্রগুলি শুক্রবার নিউজ চ্যানেল এনডিটিভিকে জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে তারা কংগ্রেসের জন্য বরাদ্দ করতে তৃতীয় আসন খুঁজে পাচ্ছে না। এমনকি দূরবীন দিয়ে দেখেও।

এ বিষয়ে রাজ্যসভায় তৃণমূলের দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, কয়েক সপ্তাহ আগে তৃণমূল চেয়ারপার্সন তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, বাংলায় ৪২ টি আসনেই লড়ছে তৃণমূল। আমরা আসামের কয়েকটি আসন এবং মেঘালয়ের তুরা লোকসভা আসনেও লড়াইয়ে রয়েছি। এই অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। এই জোরালো বিবৃতি ইন্ডিয়া জোটের পাশাপাশি কংগ্রেসের জন্য একটি ধাক্কা হিসাবে আসবে, যারা উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টির সাথে আসন রফা চুক্তি চূড়ান্ত করেছে। গত কয়েকদিনে দিল্লি, গুজরাট, গোয়া এবং হরিয়ানার জন্য আপের সাথে একটি সমঝোতা কাজ করেছে বলে জানা গেছে।

তবে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ও তৃণমূলের আসন রফা হলে তা ইন্ডিয়া জোটের জন্য একটি বড় মনোবল বাড়িয়ে তুলত। নির্বাচনী দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হত। কারণ রাজ্য তৃতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক সাংসদ লোকসভায় পাঠায়। বৃহস্পতিবারের ইঙ্গিত ছিল যে কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে আসনের দাবি কমিয়ে পাঁচে নামিয়ে এনেছে এবং সমাজবাদী পার্টি এবং আপের সাথে সাফল্যের পরে তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে হ্যাটট্রিক করতে চাইছে। জানা গিয়েছে, সম্ভাব্য চুক্তিকে মধুর করতে কংগ্রেস অসমে তৃণমূলকে দু'টি এবং মেঘালয়ে একটি আসন দিতে রাজি ছিল। কিন্তু তৃণমূল সেই সম্ভাবনার কথা বাতিল করে দিয়েছে।

পাঞ্জাব সীমান্তে নিহত কৃষকের বোনকে কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ

আপনজন ডেস্ক: পঞ্জাব-হরিয়ানা সীমান্তে নিহত কৃষকের বোনকে ১ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ ও চাকরি দেওয়ার ঘোষণা করছেনে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। শুক্রবার খানাউরি সীমান্তে নিহত কৃষক শুভকরণ সিংয়ের বোনকে এক কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ ও সরকারি চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন তিনি। বুধবার পঞ্জাব-হরিয়ানা সীমান্তের খানুরি সীমান্তে সংঘর্ষে ভাতিন্ডার বাসিন্দা শুভকরণ সিং (২১) নিহত ও ১২ জন পুলিশ কর্মী আহত হন। কিছু প্রতিবাদী কৃষক যখন ব্যারিকেডের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন তখন এই ঘটনাটি ঘটে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় পাঞ্জাবি ভাষায় একটি পোস্টে মান বলেন,খানুরি সীমান্তে কৃষক আন্দোলনে নিহত শুভকরণ সিংয়ের পরিবারকে পঞ্জাব সরকারের পক্ষ থেকে এক কোটি টাকা আর্থিক এবং তার ছোট বোনকে সরকারি চাকরি দেওয়া হবে। দোষীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কৃষক নেতারা সিং-এর আত্মীয়দের আর্থিক ক্ষতিপূরণ এবং তাঁর পরিবারের একজন সদস্যকে সরকারি চাকরি দেওয়ার পাশাপাশি তার মৃত্যুর জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার দাবি জানাচ্ছিলেন। ভাতিন্ডার বাল্লো গ্রামের বাসিন্দা সিংকে 'শহিদ' মর্যাদা দেওয়ার দাবিও জানিয়েছেন তাঁরা।

পাতিয়ালার রাজিন্দ্র হাসপাতালের মর্গে রাখা সিংয়ের ময়নাতদন্ত

বিলম্বিত হয়। কারণ কৃষকরা তাদের দাবি মেনে নেওয়ার জন্য চাপ দেয়। মুখ্যমন্ত্রী বুধবার বলেছেন যে তিনি তরুণ কৃষকের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে এর জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ময়নাতদন্তের পর মামলা দায়ের করা হবে। তার মৃত্যুর জন্য দায়ী আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের আইনি গ্যারান্টি এবং কৃষি ঋণ মকুব সহ তাদের দাবিদাওয়া মেনে নেওয়ার জন্য চাপ দিতে।সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা (অরাজনৈতিক) এবং কিষাণ মজদুর মোর্চা (কেএমএম) 'দিল্লি চলো' পদযাত্রার নেতৃত্ব দিচ্ছে। খানৌরিতে সংঘর্ষে এক বিক্ষোভকারী নিহত ও প্রায় ১২ জন পুলিশ কর্মী আহত হওয়ার পর বুধবার কৃষক নেতারা 'দিল্লি চলো' পদযাত্রা দু'দিনের জন্য স্থগিত রেখেছিলেন এবং শুক্রবার সন্ধ্যায় তাদের পরবর্তী পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেবেন বলেও জানান। বর্তমানে হাজার হাজার কৃষক খানৌরি ও শম্ভুতে ট্র্যাক্টর-ট্রলি ও ট্রাক নিয়ে অবস্থান করছেন।

চার বছর পরও দিল্লি দাঙ্গার স্মৃতি ভুলতে পারছেন না দাঙ্গাপীড়িতরা

আপনজন ডেস্ক: ২০২০ সালে রাজধানীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তাণ্ডব চালানোর পর কেটে গেছে চার বছর। চার বছর পর জীবন কিছুটা হলেও দাঙ্গার তিক্ত স্মৃতি এখনো হৃদয়ে জীবন্ত। দাঙ্গা মানুষকে তাদের প্রিয়জনদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে: একজন মা তার ছোট ছেলেকে হারিয়েছেন, একজন বোন তার ভাই হারিয়েছেন, একজন স্ত্রী তার স্বামীকে হারিয়েছেন এবং আরও অনেক কিছু।

বেশিরভাগ মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা ২৩শে ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছিল এবং ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, দিল্লি প্রশাসন এবং কেন্দ্রীয় সরকার উভয়ই ঘৃণাত্মক বক্তৃতা এবং পক্ষপাতদুষ্ট পুলিশি পদক্ষেপের ফলে ছড়িয়ে পড়া অস্থিরতা সরাসরি তাদের নাকের নীচে চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিধানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীরা বেশ কয়েকজন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এবং অন্যান্য হিন্দুত্ববাদী নেতাদের সক্রিয় যোগসাজশে পুলিশ জোর করে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার পরে ট্রান্স-যমুনা জাফরাবাদ এলাকায় শান্তিপূর্ণ অবস্থান ধর্মঘট শুরু হওয়ার সাথে সাথে এই অশান্তি শুরু হয়েছিল। তারা একটি দূষিত মিডিয়া দ্বারা সহায়তা ও প্ররোচিত হয়েছিল যা বিভেদমূলক আগুনকে উস্কে দিয়েছিল। ফলস্বরূপ, উত্তর-পূর্ব দিল্লি জুড়ে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে ৫৩ জন মারা যায়, যার বেশিরভাগই মুসলমান। এছাড়া আহত হয়েছেন আড়াই শতাধিক মানুষ। যারা তাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন তাদের ক্ষত

এখনও টাটকা। দাঙ্গা ও সহিংসতার অভিযোগে অভিযুক্ত নয়জন মুসলিম যুবক এখনও কারাগারে রয়েছেন; তাদের আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা ন্যায়ের সন্ধানে বিভিন্ন আদালতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আসামিরা এখনো জামিন পাননি। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন খালিদ সইফি, উমর খালিদ, শারজিল ইমাম, গুল আফশান এবং জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু পড়ুয়া।

দাঙ্গার চতুর্থ বার্ষিকীতে চার বছর আগের তাণ্ডব আজও ভুলতে পারেননি নিজামুদ্দিনের স্ত্রী পারভীন বেগম। তিনি বলেন, 'এই সহিংসতা আমাদের পুরো পরিবারের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। নিজামুদ্দিন দাঙ্গায় নিহত জামালউদ্দিনের ভাই। ২৭ ফেব্রুয়ারি দাঙ্গাকারীরা দুই ভাইকে ঘিরে ফেলে এবং জামালউদ্দিনের মৃত্যু পর্যন্ত তাদের সাদা-কালো পেটাতে থাকে। নিজামুদ্দিনের হাতেও চোট লাগে।

পারভীন বেগম জানান, সেদিন নিজামুদ্দিন তার জন্মস্থান থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। দাঙ্গাকারীরা হঠাৎ তাকে ঘিরে ফেলে, তার ভাইয়ের কাছ থেকে আধার কার্ড কেড়ে নেয় এবং তিনি মুসলিম জেনে তাকে নির্দয়ভাবে মারধর শুরু করে।

ইনজুরির কারণে আগের মতো কাজ করতে না পারায় নিজামুদ্দিনের আয় কমে গেছে। নিজামুদ্দিন ও তাঁর সন্তানরা যে সামান্য অর্থ উপার্জন করেন, তা দিয়েই সংসার চলে। এছাড়া পারভীন বেগম কিছু এমব্রয়ডারি ও তাঁতশিল্পের কাজ করে পারিবারিক বাজেটে অবদান রাখছেন।

জামালউদ্দিনের বিধবা স্ত্রী নাজিশ বেগম এবং তাঁর চার নাবালক সন্তানও বেঁচে থাকার লড়াই করছেন। তারা নাজিশের ভাইয়ের সঙ্গে থাকছেন। পারভীন জানান, দিল্লি সরকারের কাছ থেকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন নাজিশ।

দাঙ্গায় দুই চোখ হারানো মুহাম্মদ ওয়াকিলের ছেলে মহম্মদ শামীম বলেন, এই মুহূর্তে এলাকার পরিবেশ ভাল, তবে "লোকেরা তাদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তিনি জানান, জমিয়তে উলেমা হিন্দের আয়োজনে চেন্নাইয়ে চোখের অস্ত্রোপচারের পর তার বাবা এখন সুস্থ আছেন।

প্রথম নজর

প্রাথমিকে ভুয়ো নিয়োগ পত্র, সাংবাদিক সম্মেলন পর্ষদ চেয়ারম্যানের

নকীব উদ্দিন গাজী ● ডা.হারবার

আপনজন: গত ফেব্রুয়ারি ৬ তারিখ দীর্ঘ সংগ্রামের পর ২০০৯-এর ১৮৩৪ জনের চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে বাকি থাকা ৩৬৪ জনের প্যানেল প্রকাশ করে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। আর তারপরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোরাফেরা করছে এই ধরনের ভুয়া এপয়েন্টমেন্ট লেটার যা নিয়ে শুক্রবার ডায়মন্ডহারবার একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদে চেয়ারম্যান অজিত কুমার নায়েক। ভুয়ো অ্যাপয়েন্টমেন্টে দেখা যাচ্ছে ২০০৯ এর দুই ব্যক্তির অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হয়েছে সাগরের চেমাগুড়ি এলাকার দুই বাসিন্দার একজনের নাম বিশ্বজিৎ মাইতি ও অন্যজনের নাম অশোক কুমার খাড়া, দুজনের বাড়ি সাগরের চেমাগুড়ি এলাকায় এবং এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এসায়ের কাছে পৌঁছাতেই তার সন্দেহ হওয়ায় চেয়ারম্যানের কাছে পাঠান। তখন দেখা যায় চেয়ারম্যানের সই সহ একাধিক বিষয় ভুল রয়েছে। আর এ নিয়েই চেয়ারম্যান ডায়মন্ডহারবার সুন্দরবন সহ বারুইপুর পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

ঢালাই রাস্তার সূচনা বহড়ুতে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বহড়ু

আপনজন: নির্দল জোটের হাতে থাকা জয়নগর বিধানসভার একমাত্র পঞ্চায়েত বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত। আর এই পঞ্চায়েতের প্রধান মতিবুর রহমান লস্করের উদ্যোগে শুক্রবার বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের বহড়ু হাসিমপুর গ্রামের ৮০ নং বুথে ঢালাই রাস্তার কাজের সূচনা হয়ে গেল।এদিন এই কাজের সূচনায় প্রধান সহ একাধিক পঞ্চায়েত সদস্য ও জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

বহড়ু পঞ্চায়েত এলাকায় ধারাবাহিক ভাবে আটকে থাকা উন্নয়নের কাজ গুলো শেষ করা হবে বলে এদিন প্রধান মতিবুর রহমান লস্কর জানালেন।

মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকের পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু গুয়াহাটিতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: আসামের গুয়াহাটিতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের এক যুবকের। শুক্রবার সকালে যুবকের পরিবারের কাছে মৃত্যুর খবর আসতেই কার্যত কান্নার রোল পরে যায় সামশেরগঞ্জের নতুন লোহরপুর গ্রামে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই যুবকের নাম সামাউল শেখ ওরফে রেহসান(২৫)। জানা গিয়েছে, সামসেরগঞ্জের নতুন লোহরপুর গ্রামের ওই যুবক বিভিন্ন সময়ে এলাকাতেই শ্রমিকের কাজ করতেন। কিন্তু দিন দশেক আগে পন্যবাহী গাড়ির খালাসির কাজ শুরু করেন। বহরমপুরের দিক থেকে পন্যবাহী লরির সঙ্গে আসামের গুয়াহাটি গিয়েছিলেন সামাউল শেখ নামে ওই যুবক। সেখানে গাড়ি খালি করে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। কিন্তু বৃহস্পতিবার গভীর রাতে আসামের গুয়াহাটি সংলগ্ন সোনারপুর এলাকায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাস্তার পাশে চায়ের দোকানে চা খেতে গিয়েছিলেন ড্রাইভার। সেসময় গাড়ির পেছনের দিকে চাকা চেক করছিলেন খালাসী সামাউল শেখ। দাবি, সেসময় পেছন থেকে হঠাৎ একটি বাইক ধাক্কা মারে খালাসীকে। তখনই গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই মৃত্যু হয় ওই যুবকের। শুক্রবার সকালেই মৃত্যু সংবাদ পৌঁছায় সামশেরগঞ্জের নতুন লোহরপুর গ্রামের যুবকের পরিবারে। বাড়ির একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে শোকাচ্ছন্ন পরিবারের সদস্যরা। দেহ ফিরিয়ে নিয়ে আসার তৎপরতা শুরু করে পরিবারের লোকজন। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সন্তানের মৃত্যুতে দুই সন্তান নিয়ে কিভাবে সংসার চালাবেন তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

জেলা পরিষদ ভবনে আল আমিন সম্পাদক

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: রাজ্যের অন্যতম সেরা সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল আমিন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম শুক্রবার হঠাৎই বারসতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ ভবনে আসেন। সেখানে তিনি কয়েকজন জেলা পরিষদ কর্মাধ্যক্ষ সহ জেলা পরিষদ সদস্যদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। তাকে স্বাগত জানিয়ে নিজ কক্ষে নিয়ে যান ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের অন্যতম সদস্য একেএম ফারহাদ। সাক্ষাতে মিলিত হন আর এক জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজির সঙ্গে। জেলা পরিষদ সদস্যসহ গুণজিনদের উপস্থিতিতে এই সাক্ষাৎ পর্বে বারাসাতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ ভবনে বর্তমান সময়ে শিক্ষার সর্বাঙ্গীন মানোন্নয়ন বিষয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়। সাক্ষাৎ পর্বে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্যা ঊষা দাস, শিক্ষক কুতুব আক্তার, রিজওয়ান হোসেন,খোদা বক্স, সুরজিৎ রায়,আলমগীর, অমিত মন্ডল, আলমগীর হোসেন,কাউন্সিলর মেসকাত আলি সহ আরও অনেকে।

একদিন পেরতে না পেরতেই সন্দেশখালিতে ফের হাজির রাজ্যের পুলিশ প্রধান রাজীব

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সন্দেশখালি

আপনজন: অগ্নিগর্ভ সন্দেশখালির বেতমজুর গ্রামে পৌঁছলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। ২৪ ঘন্টা ফেরত না ফেরতই ফের সন্দেশখালিতে পা রাখেন রাজ্য পুলিশের প্রধান। সন্দেশখালি দুই নম্বর ব্লকের এক নম্বর বেরমজুর গ্রামের কাছারি অঞ্চল থেকে শুরু করে একাধিক গ্রামে ঘুরছেন তিনি। শুনছেন সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ। সন্দেশখালিতে বানানো হচ্ছে একাধিক পুলিশ ক্যাম্প। সেখানেই অভিযোগ জানাতে পারবেন নির্যাতিত গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের প্রতি রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজিব কুমারের আবেদন আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না। যারা আইন-শৃঙ্খলা মানবে না এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ করা ব্যবস্থা নেবে বলে ডিজি রাজীব কুমার জানান। এদিকে সন্দেশখালি ১৪৪ ধারা জারি থাকায় সন্দেশখালিতে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রবেশ করতে দেওয়া হল না বিজেপি মহিলা প্রতিনিধি দলকে । ধামাখালিতে পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি হয় রাজ্য মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্রের সহ অন্যান্যদের।

সন্দেশখালিতে যেতে না পারায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিজেপি নেত্রী ফাল্গুনী পাত্র।সন্দেশখালির বেরমজুর গ্রামে শেখ শাজাহান ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অজিত মাইতির বাড়িতে শুক্রবার দুপুরে ভাঙচুর করে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। কলাগাছি নদীর তীরবর্তী সাধারণ চাষীদের সমস্ত জমি জোর করে ভয় দেখিয়ে দখল নেয় অজিত মাইতি, এমনটাই অভিযোগ গ্রামবাসীদের।

অন্যদিকে,সন্দেশখালি কাণ্ডের ১৯ দিনের মাথায় দিল্লি থেকে কলকাতা বিমানবন্দর হয়ে সন্দেশখালি পৌঁছালো জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল। এর আগে জাতীয় মহিলা কমিশন ও জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের প্রতিনিধিরা সন্দেশখালি পর্যবেক্ষণে যান। শুক্রবার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্যরা মূলত সন্দেশখালির দুটি ব্লকে যাবেন এবং নির্যাতিত মানুষদের সঙ্গে কথা বলবেন। শুক্রবার তারা দিল্লি ফিরে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে রিপোর্ট জমা দেবেন। দেরিতে হলেও সন্দেশখালির ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় মানুষের কাছে পৌঁছানো জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্যদের মহিলা থেকে পুরুষ সকলেই তাদের দুর্বিসহ জীবনযাত্রার কথা তুলে ধরেন। শুক্রবার ফের উত্তপ্ত সন্দেশখালির বেরমজুর এলাকা। কাছারি অঞ্চলের গরিব চাষীদের জমি দখল করে শেখ শাজাহানের ভাই শেখ সিরাজ উদ্দিনের ভেরীর আলাঘরে আগুন দেয় উত্তেজিত গ্রামবাসীরা।গ্রামবাসীদের অভিযোগ তাদের প্রায় ৪০ বিঘা জমি জোর করে দখল করে নেয় শেখ সিরাজউদ্দিন। চাষের জমিতে রাতারাতি সামুদ্রিক নোনা জল ঢুকিয়ে বানানো হয় মেছো ভেরী। প্রতিবাদ করতে গিয়ে জখম হতে হয়েছে অনেককে।

সন্দেশখালি থানার পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোনো ফল হয় নি।উল্টে প্রতিবাদী গ্রামবাসীদের কপালে জুটেছে অত্যাচার লাঞ্ছনা। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। তাদের ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীরা। এডিজি দক্ষিণ বঙ্গ সুপ্রতিম সরকার গ্রামবাসীদের শান্ত হওয়ার আবেদন জানিয়ে বলেন তাদের সমস্ত অভিযোগ পুলিস গুরুত্ব সহকারে দেখবে।

হেঁটে কিংবা সাইকেলে গ্রামে গিয়ে মানুষের কথা শুনছেন খোদ বিডিও

মাফরুজা মোল্লা ● বাসন্তী

আপনজন: সাইকেল চালিয়ে রওনা দিয়েছেন জনৈক এক ব্যক্তি।দেখলেই মনে হবে সাধারণ একজন গ্রামের মানুষ! মনে হতে পারে যেন,নিত্যদিনের কাজের খোঁজে বেরিয়েছেন।বাসন্তী ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে পৌঁছে গিয়ে সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ,চাওয়া পাওয়ার খোঁজখবর নিচ্ছেন। সরকারী পরিষেবা কিংবা অনুদান সঠিক সময়ে পাচ্ছেন কি না। কখনও আবার অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে ঢুঁ মারছেন। সেখানে শিশুদের খাবারের গুণগত মান ঠিক রয়েছে কি না নিজেই চেখে পরীক্ষা করছেন।পড়াশোনা ঠিকঠাক হচ্ছে কি না তাও যাচাই করছেন।কখনও আবার ঝাড়ুদারের হাত থেকে ঝাড়ু নিয়ে ঝাঁট দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করছেন। এমন মানুষ কে দেখে অনেকেই চিনতে পারছেন না। কেউ কেউ মন্তব্য করছেন, বার্ধক্য ভাতা কিংবা বিধবা ভাতার জন্য একাধিকবার ব্লক অফিসে গিয়েছি। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। আচমকা এক ব্যক্তি সকালে করে সাইকেল চালিয়ে আসছেন খোঁজ নিচ্ছে কারোর কোন অসুবিধা রয়েছে কি না? যদি সমস্যা থাকে কিংবা কোন সরকারি প্রকল্পে নাম নথীভুক্ত করতে সমস্যা হয় তাহলে ব্লক অফিসে গেলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।তাদের আরো দাবী যেখানে পাড়াল মোড়ল মাতব্বরদের পায়ে তেল মাখিয়ে বিধবা কিংবা বার্ধক্য ভাতা মেলেনি,সেখানে অপরিচিত এক লোক পাড়ায় পাড়ায় হাজীর হয়ে বলেছেন, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ব্লক অফিসে গেলে। কখনও পায়ে হেঁটে আবার কখনওবা সাইকেল চালিয়ে পাড়ায় পাড়ায় এমন বলে বেড়াচ্ছেন। যদিও এতকিছু বলার পর গ্রামের মানুষের ভুল ভেঙে গিয়েছে।পরে তারা জানাতে পারেন,যে ব্যক্তি পাড়ায় পাড়ায় হাজির হয়ে সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের কথা শুনছেন এবং সমস্যার আশ্বাস দিচ্ছেন,তিনি আর কেউ নন। তিনিই স্বয়ং বাসন্তী ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সঞ্জীব সরকার। এমন খবর এলাকায় চাউর হতেই বাসন্তী ব্লক অফিসে প্রতিদিনই সাধারণ মানুষের আনাগোনা বেড়ে গিয়েছে।এমনকি যে সমস্যার জন্য দীর্ঘ ১০ কিংবা ১৫ বছর দৌড়ঝাঁপ করেও সমস্যা মেটেনি,সেই সমস্যা মিটে যাচ্ছে কয়েকদিনে।

নতুন ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের এমন মানবিক উদ্যোগ জনসমকক্ষে আসতেই সাধারণ মানুষ থেকে রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্বরা প্রশংসা করছেন। বাসন্তী ব্লকের কয়েকটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দিদিরা জানিয়েছে, ‘প্রায় প্রতিদিনই সকালে কোন না কোন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন।সমস্যা থাকলে তা সমাধানের পথ বাতলে দিচ্ছেন। আমাদের বিভিন্ন সময়ে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তারজন্য সিডিপিও কিংবা বিডিও কে জানানোর জন্য অফিসে যেতে হতো। আর বর্তমানে খোদ বিডিও সাহেব আমাদের কেন্দ্র হাজির হয়ে সুবিধা অসুবিধার কথা জানতে চাইছেন। বিডিও সাহেবের এমন ব্যবহারে উদ্যোগ তুলনা হয় না। সুন্দরবন এলাকায় এর আগে এমন বিডিও ছিলেন বলে মনে হয় না। যা অত্যন্ত বিরলতম ঘটনা।

এ প্রসঙ্গে বাসন্তীর বিডিও সঞ্জীব সরকারকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ‘ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক হয়ে যদি সাধারন মানুষের সুখ দুঃখ না বুঝতে পারি তাহলে উন্নয়ন হবে কি করে। ফলে আমি আমার মতো করে সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের কথা জানতে প্রায় প্রতিদিনই সকালে একাই বেরিয়ে পড়ি। কখনও পায়ে হেঁটে আবার কখনও বা ১০/২ কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে পৌঁছে যাই গ্রামের মানুষের কাছে। এটা আমার নিত্যদিনের রুটিন।এক প্রকার এটা আমার কর্তব্য।

রাজনগর ব্লকে আদিবাসী কৃষকদের কৃষি সরঞ্জাম বিতরণ করল আদিবাসী উন্নয়ন নিগম

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ তপশিলি জাতি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়ন ও অর্থ নিগমের ব্যবস্থাপনায় শুক্রবার রাজনগর ব্লকের পাঁচটি অঞ্চলের ৩০ জন ল্যাম্পস এর আদিবাসী কৃষক সদস্যকে জমিতে স্প্রে করার মেশিন প্রদান করা হয় এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।রাজনগর ব্লক এলাকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন এখন কৃষি কাজের দিকে ঝুঁকেছেন। তারা যেন ঠিকঠাক ভাবে চাষ করতে পারেন,ফসল সুরক্ষা রাখতে পারেন সেই লক্ষ্যেই মূলত ব্যাটারি চালিত এই স্প্রে মেশিন প্রদান বলে জানা যায়। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজনগর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শুভাশিস চক্রবর্তী, রাজনগর ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা অভিজিৎ মন্ডল, রাজনগর ল্যাম্পস লিমিটেডের ম্যানেজার বনমালী ঘোষ, রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিবেদিতা সাহা, সহ-সভাপতি পরিমল সাহা,রাজনগর ব্লক তপশিলি জাতি-উপজাতি দপ্তরের আধিকারিক সন্তোষ মন্ডল, গাংমুড়ি-জয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত উপ-প্রধান মলয় ভট্টাচার্য, পঞ্চায়েত সদস্য দেবীসিং হাঁসদা, সহদেব কিস্কু, প্রদীপ বাগদি, সমাজসেবী আদিত্য সাহা প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

শান্তিনিকেতনে গাছ কাটা নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: সদ্য ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ শান্তিনিকেতন ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমলে বহু পুরনো গাছ কাটার অভিযোগ। সরব হয়েছেন ঠাকুর পরিবারে অন্যতম সদস্য সুপ্রিয় ঠাকুরের ছেলে সুদীপ্ত ঠাকুর সহ শান্তিনিকেতনের বাসিন্দারা। ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ঘোষণা হওয়ার পর শান্তিনিকেতন আলাদা মাত্রা স্বীকৃতি পেয়েছে। বিশ্বভারতী এলাকা চত্বরে রতন পল্লীতে বহু পুরনো গাছগুলি কাটার অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু প্রশ্ন একটাই কিভাবে পুরাতন গাছ কাটতে পারে। এর কোন সদুত্তর মেলেনি। তাই ক্ষুব্ধ শান্তিনিকেতন ও বোলপুরবাসী এলাকার মানুষেরা। আজকে শান্তিনিকেতন ও বোলপুরবাসি একত্রিত হয়ে বিশ্বভারতী উপাচার্যের কাছে লিখিত ডেপুটেশন দেন। যাতে শান্তিনিকেতন এলাকায় গাছ বাঁচানো যায় এবং পরিবেশ সুরক্ষা স্বার্থে গাছকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

কংগ্রেস তৃণমূল সংঘর্ষে উত্তপ্ত কালিয়াচক

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: কংগ্রেস তৃণমূলের রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কালিয়াচক। শুক্রবার সকালে তৃণমূলের কয়েকজন দুষ্কৃতি হামলা চালায় কংগ্রেস প্রধানের বাড়িতে। কালিয়াচকের সিলামপুর ২ পঞ্চায়েতের প্রধান ফিরোজা বিবির স্বামী নাসিরুদ্দিন শেখ ও দুই ভাইকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা করে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। প্রধান ফিরোজা বিবি ও তার স্বামী পঞ্চায়েতের অডিট করাতে কলকাতা গিয়েছিলেন। রাতেই কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরে। এদিন সকালে তার বাড়ির সদর দরজায় কয়েকজন কড়া নাড়ায়। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের ওপর হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। তারা তৃণমূল আশ্রিত বলে অভিযোগ। দুষ্কৃতীরা প্রধানের স্বামী নাসিরুদ্দিনকে হাসুয়া দিয়ে কোপাতে শুরু করে। তাকে ছুটাতে আসে তার স্ত্রী ও তার দুই ভাই। তাদের ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। তারপর দুষ্কৃতীরা টম্পট দেয়। রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে প্রথমে নিয়ে যাই সিলামপুর গ্রামীন হাসপাতালে। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় চিকিৎসোগরা মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে দেন ।

সোনামুখীর জন্ডিস প্রবণ এলাকা পরিদর্শন প্রশাসনিক আধিকারিকদের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: সোনামুখী পৌর শহরের জন্ডিস প্রবন এলাকা গুলি পরিদর্শন করলেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা ।

সোনামুখী পৌরশহরের চার নম্বর ও পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের বহু মানুষ ইতিমধ্যেই জন্ডিসে আক্রান্ত হয়েছেন । মূলত শিশু ও কিশোররা এই জন্ডিসে আক্রান্ত হচ্ছেন । অনেককে আবার হাসপাতালে পর্যন্ত যেতে হয়েছে । এরকম পরিস্থিতিতে এলাকায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে সাধারণ মানুষদের মধ্যে । যদিও প্রশাসনিক আধিকারিকরা এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ও সতর্ক রয়েছেন ।

অনেকের ধারণা পানীয় জলে সমস্যা রয়েছে সে কারণেই জন্ডিস হচ্ছে । তবে পানীয় জলে কোন সমস্যা নেই ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে সোনামুখী পৌরসভা কর্তৃপক্ষ ।

শুক্রবার সোনামুখী পৌরসভার চেয়ারম্যান সন্তোষ মুখার্জি , সোনামুখী থানার আইসি পলাশ কুমার বারিক , সোনামুখীর বিডিও প্রিয়াঙ্কা হাটি , সোনামুখী হাসপাতালের বি এম ও এইচ , সোনামুখী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুশল বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য আধিকারিকরা চার নম্বর ও পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের জন্ডিস আক্রান্ত সাধারণ মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন তাদের শারীরিক খোঁজখবর নেন । পাশাপাশি জন্ডিস মোকাবিলায় সাধারণ মানুষদের কি কি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন রয়েছে সে বিষয়ে তাদের সঠিক ধারণা প্রদান করেন । অন্যদিকে ধারাবাহিকভাবে পৌরসভা এবং স্বাস্থ্য দপ্তর জন্ডিস মোকাবিলায় অত্যন্ত সচেতন রয়েছেন ।

সোনামুখী পৌরসভার চেয়ারম্যান সন্তোষ মুখার্জি জানান , ওই এলাকার পানীয় জল পরীক্ষা করা হয়েছে সেখানে পানীয় জলের কোন সমস্যা ধরা পড়েনি অর্থাৎ পানীয় জল সম্পূর্ণরূপে সঠিক রয়েছে । অন্যদিকে প্রশাসন জন্ডিস মোকাবিলায় অত্যন্ত তৎপর রয়েছে । জন্ডিসে আক্রান্ত সাধারণ মানুষদের সঙ্গে আজ আমরা প্রত্যেকেই কথা বলেছি এবং প্রত্যেকেই সুস্থ রয়েছেন বলে জানান তিনি । এছাররাও তিনি বলেন , আগামী দিনে জন্ডিস যাতে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি না পায় সে বিষয়েও আমরা অত্যন্ত সচেষ্ট রয়েছি ।

বু-আলির বিদায়ী প্রাক্তনীদের সংবর্ধনা দিল বর্তমান আবাসিক ছাত্ররা

সানাউল্লাহ আহমেদ ● কলকাতা

আপনজন: শিয়ালদহের কাইজার স্ট্রিটে ঐতিহ্যবাহী বু-আলী মুসলিম বয়েজ হোস্টেলের প্রাক্তনীদের বিদায়ী সংবর্ধনা প্রদান করলেন বর্তমান হোস্টেলের আবাসিকরা। সংবর্ধনা প্রদানে উপস্থিত ছিলেন হোস্টেল প্রাক্তনী জসিমউদ্দিন সহ একাধিক প্যারা মেডিকেলের ছাত্র ও হোস্টেলের আইন বিভাগের ছাত্ররা। সংবর্ধনা মঞ্চে প্রাক্তনীরা তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং বর্তমান আবাসিক সকল পড়ুয়াদের ক্যারিয়ার নিয়ে আলোচনা হয়। বিদায়ী প্রাক্তনীদের সংবর্ধনা বিশেষ পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। সংবর্ধনা প্রদানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খুব আকর্ষণীয় করে তুলেছিল হোস্টেলের ছেলেরা। সংবর্ধনা প্রদানে এক প্রাক্তনীর মুখে শোনা যায় বু আলি হোস্টেলে অনেক আগে প্রাক্তনীদের বিদায়ী সংবর্ধনা প্রদান করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল কিন্তু হোস্টেল কর্তৃপক্ষ কোনোভাবেই এই বিষয়ে সহযোগিতা করার চেষ্টা করেননি বরং ছেলেদের হোস্টেলের সময়সীমা শেষ হলে তাদের সেদিনের একটা নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হতো , সেইজন্য সেই সকল প্রাক্তনীদের বিদায়ী সংবর্ধনা হোস্টেলের বাইরে কোনো এক জায়গায় করতে হচ্ছে। এমনকি এক প্রাক্তনী একথাও জানিয়েছেন যে হোস্টেল সময় শেষ হলে তার জন্য বর্ধিত বোর্ডের নিয়মে ৭ দিনের মধ্যে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ ছিল কিন্তু সেই নিয়ম হোস্টেল কর্তৃপক্ষ কোনোভাবেই কার্যকর করতেন না বরং যেদিন পরীক্ষা শেষ সেদিনেই বের হতে হয়েছে।অনেক প্রাক্তনী একথা জানিয়েছে শিয়ালদহ স্টেশনে গিয়ে ট্রেনের অপেক্ষা করতে হয়েছে যাদের বাড়ি উত্তরবঙ্গে। প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রাক্তনীদের বিদায়ী সংবর্ধনা প্রদান করা হয় কিন্তু এই ঐতিহ্যবাহী বু-আলী মুসলিম বয়েজ হোস্টেলে কেন হবে না এই প্রশ্ন তুলেছে ঐ হোস্টেল প্রাক্তনীদের একাংশ।

পুরস্কৃত হলেন সুমন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: আইটিভি নেটওয়ার্কের ইন্ডিয়া নিউজ বিজনেস আয়োজিত ওয়েলথ সামিট কলকাতা ২০২৪ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। কলকাতার একটি পাঁচ তারা হোটেলে। সেই অনুষ্ঠানে সল্টলেকের অন্যতম সংস্থা ‘ইএমই একাডেমী’কে বেস্ট প্লেসমেন্ট অ্যাওয়ার্ড অফ ত্য ইয়ার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। ইএমই একাডেমির কর্ণধার কাজী মহসিন আজিম (সুমন)-এর হাতে পুরস্কারটি তুলে দেন আইটিভি নেটওয়ার্কের কনসাল্টিং এডিটর লাভজিৎ আলেকজান্ডার ও ও টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের সিইও প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রেডিও মির্চির সৌমিত্র চ্যাটার্জি, প্রখ্যাত লাইফ কোচ বিবেক শেট্টি, ঋতু সিঙ্গেল সহ আরো অনেকে।

প্রথম নজর

গাজায় নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা ২৯৫০০ ছাড়াল

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকায় ৭ অক্টোবর থেকে চলমান ইসরায়েলের প্রাণঘাতী হামলায় নিহতের সংখ্যা শুক্রবার ২৯ হাজার ৫০০ ছাড়িয়েছে। ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় শুক্রবার এ তথ্য জানিয়েছে। মন্ত্রণালয় বলেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ১০৪ জন নিহত এবং ১৬০ জন আহত হয়েছে। এতে যুদ্ধে ফিলিস্তিনি নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৯ হাজার ৫১৪ জনে। পাশাপাশি এ সময়ে আহত হয়েছে আরো ৬৯ হাজার ৬১৬ জন।
এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয় বলেছে, অনেক মানুষ এখনো ধ্বংসস্তূপের নিচে বা রাস্তায় আটকে আছে। কারণ উদ্ধারকারীরা তাদের কাছে পৌঁছতে পারছেন না।
৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের যোদ্ধারা ইসরায়েলে এক নজিরবিহীন আন্তঃসীমান্ত আক্রমণ চালায়। তার পর থেকে ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় হামলা চালাচ্ছে। হামাসের হামলায় প্রায় এক হাজার ২০০ জন নিহত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
জাতিসংঘের মতে, গাজায় ইসরায়েলি যুদ্ধে খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি এবং ওষুধের তীব্র সংকটের মধ্যে ভূখণ্ডের ৮৫ শতাংশ বাসিন্দা অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। সেই সঙ্গে ওই অঞ্চলের ৬০ শতাংশ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে।
আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) গণহত্যার জন্য ইসরায়েল অভিযুক্ত। আইসিজে জানুয়ারিতে একটি অন্তর্বর্তী রায়ে তেল আবিবকে গণহত্যামূলক কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে এবং গাজার বেসামরিক নাগরিকদের মানবিক সহায়তা প্রদানের নিশ্চয়তা দিতে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইয়েমেন উপকূলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় জাহাজে আগুন

আপনজন ডেস্ক: ইয়েমেন উপকূলে জাহাজে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে জাহাজটিতে আগুন লেগে যায়। বৃহস্পতিবার (২২ ফেব্রুয়ারি) ইয়েমেনের এডেন শহরের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় এ হামলা হয়েছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। ব্রিটিশ ম্যারিটাইম এজেন্সি জানিয়েছে, জাহাজটিকে লক্ষ্য করে দুটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছে। ইয়েমেনের বিদ্রোহী গোষ্ঠী হুতিদের ফিলিস্তিনের সমর্থনে ইসরায়েলি জাহাজে হামলায় ধারাবাহিকতায় এ হামলা হয়েছে।
জাহাজের নিরাপত্তা সংস্থা অ্যামব্রে জানিয়েছে, হামলার শিকার জাহাজটি পালাউ প্রজাতন্ত্রের পতাকাবাহী এবং ব্রিটিশ মালিকানাধীন কার্গো জাহাজ। জাহাজটি থাইল্যান্ড থেকে লোহিত সাগরের দিকে যাচ্ছিল।
যুক্তরাজ্যের সামুদ্রিক বাণিজ্য পরিচালনাকারী সংস্থা ইউকেএমটিও জানিয়েছে, এডেন থেকে ৭০ নটিক্যাল মাইল দূরে হামলা হয়েছে। এ ঘটনায় মার্কিন জোট তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে। তবে ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত জানায়নি সংস্থাটি। সংস্থাটি জানিয়েছে, জাহাজটিতে দুটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ফলে তাতে আগুন লেগে গেছে। এর আগে মঙ্গলবার আলজাজিরা জানায়, মার্কিন রণতরী ও ইসরায়েলি জাহাজে হুতিরা হামলা চালিয়েছে। তারা জানিয়েছে, লোহিত সাগরের প্রবেশমুখে এডেন উপসাগরে ইসরায়েলি জাহাজে হামলা চালানো হয়েছে। হামলার শিকার জাহাজটির নাম এমএসসি সিলভার।
জাহাজটিকে লক্ষ্য করে বেশ কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়েছে। গোষ্ঠীটির সামরিক মুখপাত্র ইয়াহইয়া সারি বিষয়টির নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলেননি। তবে মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, তারা আরব সাগর ও লোহিত সাগরে মার্কিন রণতরীকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। এ ছাড়া ইসরায়েলের রিসোর্ট শহর ইলিয়াতেও হামলার দাবি করেছে গোষ্ঠীটি।

পাঁচ শতাধিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা আমেরিকার

আপনজন ডেস্ক: পাঁচ শতাধিক ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার। শুক্রবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।
নতুন নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন ডেপুটি ট্রেজারি সেক্রেটারি ওয়ালি আডিয়েমো বলেন, যুক্তরাষ্ট্র পাঁচ শতাধিক লক্ষ্যবস্তুতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে। রাশিয়ার ইউক্রেনে আগ্রাসনের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এ নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দেওয়া হবে। আডিয়েমো বলেন, নিষেধাজ্ঞাটি বিভিন্ন দেশের সাথে যৌথভাবে আরোপ করা হবে। এর মূল লক্ষ্য হবে রাশিয়ার সামরিক প্রতিষ্ঠান ও তৃতীয় বিশ্বের যেসব দেশ রাশিয়াকে চাহিদামতো পণ্য প্রবেশের সুবিধা দেয় তারা। এছাড়া বিরোধী দলের নেতা আলেক্সি নাভালনির মৃত্যুর ব্যাপারে রাশিয়াকে জবাবদিহি করতে চায় দেশটি। ডেপুটি ট্রেজারি সেক্রেটারি বলেন, আমরা আগামীকাল কয়েক শত মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রকাশ করব। এটাও মনে রাখা উচিত যে কেবল আমেরিকাই এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়নি। রাশিয়াকে লক্ষ্য করে এটিই যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র দেশগুলোর সর্বশেষ নিষেধাজ্ঞা। ২০২২ সালে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরু করে রাশিয়া। এতে বহু মানুষ নিহত ও শহর ধ্বংস হয়ে গেছে। আডিয়েমো বলেন, রাশিয়ার লাগাম টানতে নিষেধাজ্ঞা ও রপ্তানিকে নিয়ন্ত্রণে জোরদার করা হচ্ছে। কেননা ইউক্রেনের যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা কঠিনতর বিষয়। অন্যদিকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মস্কোর হামলা থামাতে নিষেধাজ্ঞা যথেষ্ঠ নয়।
এর আগে রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে আরেকটি নিষেধাজ্ঞার অনুমোদন দিয়েছে। এর আওতায় প্রায় ২০০ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হবে। তাদের বিরুদ্ধে মস্কোর অস্ত্র কেনাবেচা ও ইউক্রেনের শিশুদের অপহরণের অভিযোগ করা হয়েছে।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের এ অধিবেশন থেকে জানানো হয়, রাশিয়ার ইউক্রেনে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) দূতরা ১৩তম নিষেধাজ্ঞার মূলনীতির বিষয়ে সম্মত হয়েছে।

আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে মিয়ানমার জান্তা: জাতিসংঘ

আপনজন ডেস্ক: মিয়ানমারে বিদ্রোহী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর জয়যাত্রা থামাতে দিন দিন আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে ক্ষমতাসীন জান্তা। প্রায় চার মাস আগে সংঘাত বাধার পর থেকে দেশটির বেসামরিক লোকজনদের ওপর জান্তা বাহিনীর হামলার হার দ্বিগুণ হয়েছে বলে জানা গেছে।
জাতিসংঘের মিয়ানমারবিষয়ক বিশেষ দূত টম অ্যান্ডরুজ বুধবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। খবর রয়টার্স।
এদিকে রাখাইনের মুসলিমদের জোর করে সেনাবাহিনীতে যুক্ত করছে জান্তা। এছাড়া গণহারে নিয়োগ দিতে সেনা ইউনিফর্মের উত্পাদন ব্যাপক বাড়িয়েছে।
সাম্প্রতিক সংঘাতে বেশ কিছু এলাকার নিয়ন্ত্রণ হারানোর ঘটনা জান্তাকে আরও বেপরোয়া-বিপজ্জনক করে তুলছে। তথ্য অনুযায়ী, গত তিন-চার মাসে মিয়ানমারের বেসামরিক নাগরিকদের ওপর জান্তা বাহিনীর হামলার হার বেড়েছে দ্বিগুণের বেশি। ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গণতন্ত্রপন্থি নেত্রী অং সান সু চির নেতৃত্বাধীন এনএলডি সরকারকে হটিয়ে জাতীয় ক্ষমতা দখল করে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী। সেনাপ্রধান জেনারেল মিন অং হ্লেইং এ অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করার পরপরই ফুঁসে উঠেছিল মিয়ানমারের গণতন্ত্রপন্থি জনতা। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার দাবিতে দেশ জুড়ে আন্দোলন শুরু করেন তারা। কিন্তু মিয়ানমারের পুলিশ ও নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যরা বিক্ষোভ দমনে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা শুরু করার পর ২০২২ সালের দিকে গণতন্ত্রপন্থিদের একাংশ জান্তাবিরোধী বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোতে যোগ দেওয়া শুরু করে। ২০২৩ সালের অক্টোবরের শেষ দিক থেকে মিয়ানমারের বিভিন্ন প্রদেশে সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সমন্বিত আক্রমণ শুরু করে মিয়ানমারের জান্তাবিরোধী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর জোট পিপলস ডেমোক্রেটিক ফোর্স (পিডিএফ)। পিডিএমভুক্ত তিন গোষ্ঠী ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি (এমএনডিএ), আরাকান আর্মি (এএ) এবং তা'আং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মির (টিএনএলএ) এই সংঘাতে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এই তিন গোষ্ঠী একত্রে থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স নামেও পরিচিত।
গত প্রায় চার মাসের সংঘাতে মিয়ানমারের অন্তত ৪০টি শহর ও গুরুত্বপূর্ণ শান প্রদেশসহ অন্তত পাঁচটি প্রদেশ দখল করে নিয়েছে পিডিএফ। অন্যদিকে এসব শহর ও প্রদেশের দখল হারানোর পাশাপাশি ব্যাপকসংখ্যক সেনাসদস্য ও কর্মকর্তাকেও হারিয়েছে জান্তা।
জনবল সংকট দেখা দেওয়ায় সম্প্রতি সাধারণ নাগরিকদের সামরিক বাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জান্তার এই পদক্ষেপকে নাগরিকদের ওপর জুলুম চালানোর নতুন পদক্ষেপ হিসেবে বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেন টম অ্যান্ডরুজ। বিবৃতিতে সাবেক এই মার্কিন আইনপ্রণেতা বলেন, সামরিক বাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক করার পর থেকে মিয়ানমারের তরুণরা রীতিমতো আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। প্রতিদিন শত শত তরুণ সীমান্ত পথে মিয়ানমার ছেড়ে পালাচ্ছেন। সামনের দিনগুলোতে এই হার আরো বাড়তে পারে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মিয়ানমার পরিস্থিতি নিয়ে আরও তত্পর হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বিবৃতিতে টম অ্যান্ডরুজ বলেন, 'অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতে রয়েছে মিয়ানমার। দেশটির সাধারণ জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা রক্ষায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে জরুরি ভিত্তিতে তত্পরতা চালানো প্রয়োজন। রাখাইনের বাংলাদেশ সীমান্তের খুব কাছের অঞ্চল বুচিডং থেকে প্রায় ১০০ মুসলিমকে ধরে নিয়ে গেছে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা। তাদের জোরপূর্বক সেনাবাহিনীতে যুক্ত করা হবে।

যুদ্ধের মধ্যেই ফিলিস্তিনে ৩০০০ বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা ইসরায়েলের

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় গত চার মাসেরও বেশি সময় ধরে নির্মম হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। সেই হামলায় প্রায় ৩০ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। এরই মধ্যে অপর ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড অধিকৃত পশ্চিম তীরে আরো ৩ হাজার অবৈধ বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা এগিয়ে নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে দখলদার ইসরায়েল। বৃহস্পতিবার (২২ ফেব্রুয়ারি) ইসরায়েলের অর্থমন্ত্রী বেজালের স্মতরিচ গতকাল এই ঘোষণা দিয়েছেন। পশ্চিম তীরে গুলিবিদ্ধ হয়ে এক ইসরায়েলি নিহত হওয়ার ঘটনার পরপরই স্মতরিচ এই ঘোষণা দেন।
এক বিবৃতিতে ইসরায়েলের অর্থমন্ত্রী বলেছেন, পশ্চিম তীরের মা'আলে আদুমিমে ২ হাজার ৩৫০টি নতুন বসতি, কেদারে আরো ৩০০টি এবং এফরাতে আরো ৬৯৪টি নতুন বসতি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ইসরায়েল সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেকই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ত, কৌশলগত বিষয়ক মন্ত্রী রন দারমারের সঙ্গে বৈঠকের মাধ্যমেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।
বিশ্লেষকেরা বলছেন, এর মধ্য দিয়ে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, ইসরায়েল সরকারের ওপর এখনো কট্টর ডানপন্থীদের প্রভাব অনেক বেশি।
স্মতরিচ আরো বলেন, 'আমাদের ক্ষতি করার পরিকল্পনাকারী প্রতিটি সন্ত্রাসী যেন জানতে পারে যে, ইসরায়েলি নাগরিকদের বিরুদ্ধে আঙুল তুলতে গেলে পুরো ইসরায়েলি ভূখণ্ডে আমাদের মুষ্টি আরো দৃঢ় হবে এবং পাশাপাশি তারা মৃত্যু ও ধ্বংসের মুখোমুখি হবে।'
তিনি এই সিদ্ধান্তকে 'উপযুক্ত জায়নবাদী প্রতিক্রিয়া' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

৫০ বছর পরে আবার চাঁদে যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: প্রথমবারের মতো কোনো ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের একটি মহাকাশযান চাঁদে অবতরণ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টনভিত্তিক ইনটুইটিভ মেশিনের 'ওডিসিয়াস' ১৯৭২ সালের অ্যাপোলো অভিযানের পর চাঁদের বুকে যাওয়া প্রথম কোনো মার্কিন মহাকাশযান। মনুষ্যবিহীন ওডিসিয়াস চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কাছে নেমেছে। শেষ মুহূর্তে কোনো সিগন্যাল পাওয়া যাচ্ছিল না বলে নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে অবতরণের বিষয়টি নিশ্চিত হতে একটু সময় লেগেছিল। তবে কয়েক মিনিট অপেক্ষার পর একটি সংকেত পান সংশ্লিষ্টরা। ফ্লাইট ডিরেক্টর টিম ক্রেনের মুখ থেকে প্রথম ঘোষণাটি আসে। তিনি বলেন, 'এখন আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, আমাদের মহাকাশযান চাঁদের পৃষ্ঠে এবং ট্রান্সমিশন শুরু হয়েছে।' সঙ্গে সঙ্গে কম্পানির কর্মীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। দেশটির সর্বশেষ চন্দ্রাভিযান হয়েছিল ১৯৭২ সালে। অ্যাপোলো মিশনের অংশ হিসেবে পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহের জমিনে ঠাঁই করে নিয়েছিল তাদের মহাকাশযান। ওডিসিয়াসে করে ছয়টি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র পাঠিয়েছে মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসা। এর মধ্যে রয়েছে এমব্রি-রিডল অ্যারোনটিক্যাল ইউনিভার্সিটির পাঠানো একটি ক্যামেরা সিস্টেম। চাঁদের মাটির থেকে যানটি ৩০ মিটার উঁচুতে থাকার সময়ই এটি স্থাপন হওয়ার কথা। ক্যামেরা সিস্টেমটি ডিজাইন করা হয়েছে রোবটটির সেলফি তোলার জন্য। আমেরিকান শিল্পী জেফ কুনস ল্যান্ডারের পাশে একটি বাক্স জুড়ে দিয়েছেন। বাক্সে স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি ১২৫টি ছোট বল রয়েছে। এক মাসে চাঁদের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতীক এই বলগুলো।অবতরণের পর সংস্থাটির প্রধান বিল নেলসন এই সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এর মধ্য দিয়ে চাঁদে প্রত্যাবর্তন করল যুক্তরাষ্ট্র। আজ মানবতার ইতিহাসে প্রথমবার, একটি বাণিজ্যিক কম্পানি, একটি আমেরিকান কম্পানি এমন অভিযাত্রায় নেতৃত্ব দিল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

'রাশিয়ার আক্রমণের ফল ভোগ করবে ইউক্রেনের কয়েক প্রজন্ম'

আপনজন ডেস্ক: ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করে। এ যুদ্ধের দুই বছর পূর্তির ঠিক আগে জাতিসংঘের মানবাধিকারসংক্রান্ত হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক বলেছেন, এই যুদ্ধের ফলে অসংখ্য মানুষ কষ্টের মধ্যে আছে। এর ফল কয়েক দশক ধরে মানুষ ভোগ করবে। তিনি অবিলম্বে রাশিয়াকে যুদ্ধ বন্ধ করতে বলেন। তুর্ক বলেছেন, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার পুরোদস্তুর আগ্রাসনের একটা ভয়ংকর মানবিক মূল্য রয়েছে। লাখ লাখ বেসামরিক মানুষকে অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে পড়তে হয়েছে। তিনি মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ নিয়ে নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতহীন তদন্ত করার দাবিও তুলেছেন। তিনি বলেছেন, যারা অত্যাচারের শিকার হয়েছেন, তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
জাতিসংঘের হাইকমিশনার বলেছেন, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ তৃতীয় বছরে প্রবেশ করতে চলেছে। এই যুদ্ধ থামার কোনো ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে না। এর ফলে প্রচুর মানুষ ও পশুর মৃত্যু হয়েছে। ভয়ংকর ধ্বংসলীলা চলেছে।
ইউক্রেনের লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যূত হয়েছে। কয়েক শ হাসপাতাল ও স্কুল ধ্বংস হয়েছে। ইউক্রেনের মানুষ কয়েক প্রজন্ম ধরে এর ফল ভোগ করবে।
জাতিসংঘের মানবাধিকার মনিটরিং মিশন জানিয়েছে, ইউক্রেনে যুদ্ধের ফলে ১০ হাজার ৫৮২ জনের মারা যাওয়ার বিষয়টি তারা যাচাই করে দেখেছে। এ ছাড়াও আরো অনেকে মারা যেতে পারে।
মৃতের সংখ্যা আরো অনেকটাই বাড়বে।
এদিকে ইউক্রেনের বন্দর ওডেসাতে রাশিয়া ড্রোন হামলা চালিয়েছে। এতে পরিকাঠামোর ক্ষতি হয়েছে। কয়েকজন আহত হয়েছে। তবে তাদের সংখ্যা জানা যায়নি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করা ভিডিও থেকে দেখা যাচ্ছে, অনেকগুলো বাড়ি থেকে কালো ধোঁয়া উঠছে।
ওডেসা হলো দক্ষিণ ইউক্রেনের সবচেয়ে বড় শহর। সেখানে প্রায়ই বিমান হামলা চালায় রাশিয়া।
প্যারিসে শীর্ষবৈঠক
এই বৈঠকের উদ্যোক্তা হলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখোঁ। তাঁর কার্যালয় জানিয়েছে, ইউক্রেন যুদ্ধের দুই বছর শেষ হচ্ছে। এই সময় আবার সাহায্যকারী দেশগুলোর মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর জন্য এবং ইউক্রেনকে সমর্থন করার জন্য আলোচনা করা দরকার।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪০ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৪২ মি.

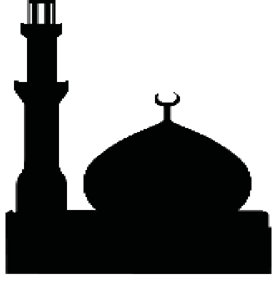

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪০	৬.০১
যোহর	১১.৫৫	
আসর	৪.০০	
মাগরিব	৫.৪২	
এশা	৬.৫৩	
তাহাজ্জুদ	১১.১২	

স্পেনে বহুতল বাসভবনে আগুন, নিহত ৪

আপনজন ডেস্ক: পূর্ব স্পেনের ভ্যালেন্সিয়ায় একটি বহুতল বাসভবনে আগুন লেগে অন্তত চারজন নিহত হয়েছে। ঘটনায় আরও ১৫ জন নিখোঁজ। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ শুক্রবার এ কথা জানিয়েছে। খবর রয়টার্স।
শহরটি স্পেনের তৃতীয় বৃহত্তম শহর। ১৪ তলা ভবনের চার তলা থেকে আগুনের সূত্রপাত। পরে তা ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, প্রবল বাতাসের কারণে আধা ঘন্টার মধ্যে পুরো ভবনে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

গাজায় আবাসিক ভবনে ইসরায়েলি হামলা, নিহত ৪০

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের হামলায় কমপক্ষে ৪০ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ১০০ জন। উপত্যকাটির মধ্যাঞ্চলে বেশ কয়েকটি আবাসিক বাড়িতে চালানো হামলায় এই হতাহতের ঘটনা ঘটে। শুক্রবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়, বৃহস্পতিবার ইসরায়েলি বিমান গাজার দেইর এল-বালাহ শহরের বেশ কয়েকটি আবাসিক বাড়িতে দফায় দফায় হামলা চালায়। এতে এসব বাড়িঘর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। নিহত হয় ৪০ ফিলিস্তিনি। যার বেশিরভাগই নারী ও শিশু। গাজায় হামাস পরিচালিত সরকারের মিডিয়া অফিস এক বিবৃতিতে হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বলে উল্লেখ করেছে চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত সম্প্রচারমাধ্যম সিজিটিএন।

ইসরাইলের কাছে অস্ত্র বিক্রি বন্ধের জন্য চাপের মুখে ফ্রান্স

আপনজন ডেস্ক: ইসরাইলের কাছে অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করার বিষয়ে চাপের মুখে পড়েছে ফ্রান্স। দেশটির বিরোধীদলগুলো এবং সমাজকর্মীরা ইসরাইলের কাছে অস্ত্র বিক্রির সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।
ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরাইলের সেনারা যে বর্বর আগ্রাসন ও মানবতাবিরোধী অপরাধযজ্ঞ চালানোর প্রেক্ষাপটে ফ্রান্সের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ও সমাজকর্মীরা এই আহবান জানিয়েছেন। ইউরোপীয় যেসব দেশ ইসরাইলের কাছে অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করা স্থগিত করেছে তাদের পথ অনুসরণ করার জন্য ফ্রান্সের বিরোধীদলগুলো দেশটির সরকারকে উৎসাহিত করে তোলার চেষ্টা করছে। ইসরাইলি আগ্রাসনে গাজা উপত্যকায় ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তারা। ফ্রান্সের ইউরো ফ্যারাড কোম্পানি ইসরাইলকে অস্ত্র সরবরাহ করে আসছে এবং গাজায় যুদ্ধাপরাধের জন্য এই কোম্পানিটি সহযোগী হিসেবে অভিযুক্ত হয়েছে।
এই কোম্পানির সরবরাহ করা ক্ষেপণাস্ত্র গাজার শুহেইবার পরিবারের শিশুদের হত্যা করতে ব্যবহার করেছিল ইসরাইলি সেনারা। প্যারিসের একটি বিশেষ বিভাগ মানবতাবিরোধী অপরাধে সহযোগিতা করার জন্য এই কোম্পানির বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে।

আফগানিস্তানে হত্যার দায়ে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় গজনি প্রদেশে একটি ফুটবল স্টেডিয়ামে প্রকাশ্যে দুই ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২২ ফেব্রুয়ারি) তালেবান নিয়ন্ত্রিত আফগানিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট এ তথ্য জানায়। তালেবান প্রধান হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদার অনুমোদন সাপেক্ষে ওই দুই ব্যক্তির দণ্ড কার্যকর করা হয়। তারা হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন।
সুপ্রিম কোর্ট আরো জানিয়েছে, ওই দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পর তারা সব ধরনের আইনি সুবিধা পান। সব প্রক্রিয়া শেষ করে এরপর তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়া ওই দুই ব্যক্তির একজনের নাম হলো সৈয়দ জামাল। অপরজন গুল খান।
তালেবানের তথ্য অনুযায়ী, সৈয়দ জামাল ময়দান ওয়ারদাক প্রদেশের লোরা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি সাত বছর আগে আমির মোহাম্মদ নামের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। অপরদিকে গুল খান মোহাম্মদ কাসিম নামের এক ব্যক্তিকে পাঁচ বছর আগে হত্যা করেছিলেন। এ দুইজনই ছুরির মাধ্যমে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিলেন।
আফগানিস্তানে এমন সময় প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হলো– যখন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো দাবি করছে, তালেবান সরকারের অধীনে সাধারণ মানুষ ন্যায় বিচার পাচ্ছে না।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ৫২ সংখ্যা, ১১ ফাল্গুন ১৪৩০, ১৩ শাবান, ১৪৪৫ হিজরি

লজ্জা উঠিয়া গিয়াছে!

সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'লজ্জা' কবিতায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন, 'আমার হৃদয় প্রাণ/ সকলই করেছি দান,/ কেবল শরমখানি রেখেছি।/ চাহিয়া নিজের পানে/ নিশিদিন সাবধানে/ সযতনে আপনারে ঢেকেছি।' তিনি নিশ্চয়ই বিংশ শতাব্দীর কথা বলিতেছেন। তখনো 'লজ্জা' বলিয়া কিছু ছিল; কিন্তু এই একবিংশ শতাব্দীতে আমরা দিনদিন বেহায়া ও নির্লজ্জ হইয়া পড়িতেছি। কথায় বলে :লজ্জা নারীর ভূষণ; কিন্তু এই কথা তো বলা হয় নাই যে, লজ্জা মানুষের ভূষণ। তাই সামগ্রিকভাবে আজ লজ্জা-শরমে ক্রমান্বয়ে দেখা দিতেছে ঘাটতি ও দৈন্য।

সার্বিকভাবে বিশ্বপরিস্থিতি দেখিয়াও আমাদের প্রতীয়মান হইতেছে, এই পৃথিবী হইতে দিনদিন উঠিয়া যাইতেছে পরম কাঙ্ক্ষিত লজ্জা ও শরম। ইউক্রেন যুদ্ধের দুই বত্সর পূর্তি হইবে আগামীকাল। এই যুদ্ধ বন্ধে লুকোচুরি খেলা দেখিয়া যে কেহ বিস্মিত না হইয়া পারেন না। বিশ্বমোড়লদের লজ্জা থাকিলে এই যুদ্ধ কবে বন্ধ হইয়া যাইত! আপাতত গাজা যুদ্ধ বন্ধেরও কোনো লক্ষণ নাই। এমনকি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে এই যুদ্ধ বন্ধে আলজেরিয়ার প্রস্তাবে ১৫ সদস্য রাষ্ট্রের ১৩ সদস্যই তাহার পক্ষে ভোট দিলেন; কিন্তু দুই প্রভাবশালী সদস্যের বিরোধিতার কারণে এই উদ্যোগও মাঠে মারা গেল। তাহাদের ভাষ্য হইল, তাহারা যুদ্ধ একেবারে বন্ধ নহে, বরং সাময়িক বন্ধের পক্ষে! অথচ এই পর্যন্ত গাজা যুদ্ধে যাহারা মারা গিয়াছেন তাহাদের বড় অংশ নারী ও শিশু। তাহার পরও বিশ্বনেতাদের টনক নড়িতেছে না, জাগ্রত হইতেছে না বিবেক। কোথাও কোথাও মানবাধিকার ও গণতন্ত্র রক্ষা করিবার কথা কেবলই বুলিতে পরিণত হইয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে জাতিসংঘের ভূমিকা বরাবরই প্রশ্নবিদ্ধ। এখন এই সংস্থার অপর নাম হইয়া দাঁড়াইয়াছে ঠুঁটো জগন্নাথ। এইখানে কোনো বিহিত হইবার সম্ভাবনা শূন্য বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ২০০৩ সালে যখন ইরাক আক্রমণ করা হয়, তখন জাতিসংঘকে বাইপাস করিয়াই হামলা চালানো হয়। তাই পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধে এই সংস্থা এখনো তেমন কিছু করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। নিরাপত্তা পরিষদে ভেটোক্ষমতার জোরে কিছু দেশ ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া চলিয়াছে। আসলে এখানেও কাজ করিতেছে লজ্জাহীনতা।

বর্তমানে পৃথিবীতে লজ্জার ঘাটতি দুঃখজনক। বিশেষ করিয়া উন্নয়নশীল বিশ্বের কথা বলিতে গেলে আমাদের আরো লজ্জা পাইতে হয়। এই রকম বিভিন্ন দেশে একের পর এক যেই সকল নাটক মঞ্চস্থ হইতেছে, তাহা দেখিয়াও আমরা বলিতে পারি–এই সকল দেশের অধিকাংশ নেতার লজ্জা বলিয়া কিছু নাই। যেইভাবে নির্বাচনে কারচুপি, জালিয়াতি ও প্রতারণার আশ্রয় লওয়া হইতেছে, তাহাতে লজ্জায় মুখ লুকাইবার জায়গা কোথায়? সাধারণ মানুষ জানে আসলে তাহারা ভোট দেন নাই; কিন্তু তথাকথিত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা দিব্যি বুক ফুলাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন! মাস্তান, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, সরকারি প্রশাসনিক কর্মকর্তা এমনকি কোনো কোনো দেশে বিচার বিভাগকে ব্যবহার করিয়া তাহারা পার হইতেছে নির্বাচনি বৈতরণি। কেহ কেহ যেখানে ৫০-৬০ হাজার ভোটের ব্যবধানে হারিয়া যাইবার কথা, সেখানে তাহারা তাহারও অধিক ভোট পাইয়া জিতিয়া যাইতেছেন অবলীলাক্রমে! এইভাবে নির্বাচনকে তাহারা ছেলেখেলায় পরিণত করিয়াছেন। সামন্যতম চক্ষুলজ্জা থাকিলে এমনটি হইবার কথা ছিল না। শিশুকালে তাহাদের মাতারা কি তাহাদের চক্ষে কাজল দেন নাই? বাংলায় একটি কথা প্রচলন আছে, এক কান যাহার কাটা, সে হাঁটে রাস্তার পার্শ্ব দিয়া, আর দুই কান যাহার কাটা, সে হাঁটে রাস্তার মাঝখান দিয়া। পৃথিবীরও অবস্থা হইয়াছে তাহাই।

আরো পরিহাসের বিষয় হইল, আজকাল কাহারও বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা দেওয়া হইলে কিংবা ইহা লইয়া দুনিয়াব্যাপী আলোচনা হইলেও এই জন্য তাহাকে লজ্জিত হইতে দেখা যায় না। অথচ পূর্বে দেশ জুড়িয়া এমন আলাপ-আলোচনা চলিবার সময় বিবেকবান মানুষ বৈধ অর্থেও গাড়ি-বাড়ি করিতে বিশেষ লজ্জাবোধ করিতেন। সাধারণ মানুষ ও ভোটাররা জানেন, পুলিশ, বিভিন্ন এজেন্সি বা সংস্থার জোরে অনেকে নির্বাচিত হইয়াছেন। তাহার পরও যখন বলা হয়, ইহার চাইতে ভালো ইলেকশন বা নির্বাচন আর কখনো হয় নাই, তখনো সেই লজ্জা রাখিবার জায়গা থাকে না।

• • • • • • • • • • • •

মধ্যপ্রাচ্যে 'টাইমবোমা' বিস্ফোরণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে

যুক্তরাষ্ট্র ও এর আরব মিত্ররা মনে করছেন, পবিত্র রমজান মাসে (শুরু হতে এক মাসও বাকি নেই) ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু তাঁর পাঁচ মাস বয়সী গাজা যুদ্ধ সমাপ্ত ঘোষণা করবেন। বাইডেন প্রশাসন প্রকাশ্যে এটি না বললেও রুদ্ধদ্বার আলাপে ইসরায়েলকে এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। এমন অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এবং আরব দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা গাজা নিয়ে কী করবেন তা নিয়ে দিনের পর দিন ধরে পরিকল্পনা করছেন। এর মধ্যে শুধু বিধ্বস্ত গাজা পুনর্গঠনে বৈশ্বিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করার কথা আলোচনা হয়নি, দুই রাষ্ট্র সমাধানের প্রশ্নটিকেও পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের সুস্পষ্ট একটি পথের কথা তাঁরা ভাবছেন, যার বিনিময়ে ইসরায়েলের সঙ্গে আরব দেশগুলোর সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে। লিখেছেন **ওসামা আল-শরিফ**।

যুক্তরাষ্ট্র ও এর আরব মিত্ররা মনে করছেন, পবিত্র রমজান মাসে (শুরু হতে এক মাসও বাকি নেই) ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু তাঁর পাঁচ মাস বয়সী গাজা যুদ্ধ সমাপ্ত ঘোষণা করবেন। বাইডেন প্রশাসন প্রকাশ্যে এটি না বললেও রুদ্ধদ্বার আলাপে ইসরায়েলকে এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছে।

এমন অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এবং আরব দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা গাজা নিয়ে কী করবেন তা নিয়ে দিনের পর দিন ধরে পরিকল্পনা করছেন। এর মধ্যে শুধু বিধ্বস্ত গাজা পুনর্গঠনে বৈশ্বিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করার কথা আলোচনা হয়নি, দুই রাষ্ট্র সমাধানের প্রশ্নটিকেও পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের সুস্পষ্ট একটি পথের কথা তাঁরা ভাবছেন, যার বিনিময়ে ইসরায়েলের সঙ্গে আরব দেশগুলোর সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে।

এই পদক্ষেপের ক্ষেত্রে একটি মূল বাধা হলো, নেতানিয়াহুর উগ্র ডানপন্থী জোট। এটা এখন প্রতীয়মান যে নেতানিয়াহু গং একটি প্যারালাল বা সমান্তরাল বিশ্বে বসবাস করছেন। তাদের সেই বিশ্বটা বাকি বিশ্ব কী নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত, তা থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন।

গত বছরের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর যে ঘটনাপ্রবাহ, তাতে খুব কম ক্ষেত্রেই বাইডেন প্রশাসন ও নেতানিয়াহুর মধ্যে ঐকমত্য হয়েছে। আধুনিককালে বেসামরিক জনসাধারণের ওপর সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। তাতে বাইডেন প্রশাসন খুব জোরালোভাবে তেল আবিবের পাশে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু নেতানিয়াহু সব সময় পরিষ্কার করে বলছেন যে গাজা নিয়ে তার অ্যাজেন্ডা বাইডেন প্রশাসন ও তাদের আরব মিত্ররা কী ভাবছে তা থেকে ভিন্ন।

যুক্তরাষ্ট্র ও তার আরব মিত্ররা যখন কীভাবে গাজা যুদ্ধের অবসান হবে তা নিয়ে ভাবছে, তখন ইসরায়েল ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের দিয়ে পশ্চিম তীরে কীভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়া যায়, সেই প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে।

পাঁচ মাসের বেশি সময় ধরে যে নৃশংস ও নির্বিচার সামরিক অভিযান ইসরায়েল জারি রেখেছে, তা থেকে এটা স্পষ্ট যে নেতানিয়াহুর লক্ষ্য শুধু হামাস নয়। তার লক্ষ্য হলো ২২ লাখ ফিলিস্তিনের (যাদের ৭০ শতাংশ উদ্বাস্তু) বসতি গাজাকে পুরোপুরি ধুলায় মিশিয়ে দেওয়া এবং গাজাকে বিরান ভূমিতে পরিণত করা।

মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে ব্লিঙ্কেন তাঁর বক্তব্যে বলেন,

ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ সূচনা করে আরব বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার সুযোগ ইসরায়েলের সামনে রয়েছে। যাহোক নেতানিয়াহু এবং তার মিত্ররা বলেছেন, ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের যদি একতরফা সিদ্ধান্ত আসে, তারা সেটা মেনে নেবে না।

গত সোমবার ইসরায়েলের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোটরিচ এই বলে হুমকি দেন যে এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হলে অসলো চুক্তি বাতিল করা হবে এবং ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ বিলুপ্ত করা হবে।

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স পশ্চিমা অন্য দেশগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রকাশ্যে বলছে যে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতির বিষয়টি তাদের টেবিলে রয়েছে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ বলেছেন, ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্যারিসের জন্য কোনো 'ট্যাবু' নয়। মাখোঁর এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় নেতানিয়াহুর কার্যালয় বিবৃতিতে বলেছে, 'এখন ফিলিস্তিনি জনগণকে কোনো উপহার দেওয়ার বিষয়ে কথা বলার সময় নয়।'

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং তাঁর মন্ত্রীরা যখন খোলাখুলিভাবে বললেন যে ১৮ লাখ ফিলিস্তিন উদ্বাস্তুর বসতি রাফায় কোনো স্থল অভিযান তারা সমর্থন দেবে না, তখন নেতানিয়াহু এর প্রতিবাদ করলেন।

আরও খারাপ বিষয় হলো, বন্দীদের মুক্তির বিনিময়ে হামাসের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি অস্ত্রবিরতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে ইসরায়েল। এ ধরনের চুক্তির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র, মিসরও কাতারের সঙ্গে ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদও যুক্ত ছিল।

আবার ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিসে প্রাথমিক রায়ের পর বাইডেন প্রশাসন যখন ইসরায়েলকে বেসামরিক নাগরিকদের হতাহত বন্ধে সামরিক অভিযানে রাশ টেনে ধরতে বলছে, তখন নেতানিয়াহু সরকার সব আবেদন-নিবেদন প্রত্যাখ্যান করছে। নেতানিয়াহু তাঁর সেনাবাহিনীকে খান ইউনুসে হামলা চালানোর আদেশ দিচ্ছেন।

ইসরায়েলের সেনাবাহিনী সেখানে সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি, হাসপাতাল, সংবাদ মাধ্যমের কার্যালয়, মসজিদ ও বিশ্ববিদ্যালয় লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।

এ পরিস্থিতিতে গাজা, রাফা ও ফুঁসতে থাকা পশ্চিম তীরে পবিত্র রমজান মাস কীভাবে আসতে চলেছে। পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের লাগাম টেনে ধরতে ও বেসামরিক নাগরিকদের হতাহত বন্ধ করতে যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধ উপেক্ষা করে ইসরায়েল সেখানে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাচ্ছে। একই সঙ্গে ইসরায়েলের সেনাবাহিনী প্রতিদিন শহরগুলোতে ও শরণার্থীশিবিরে যে আগ্রাসন চালাচ্ছে, তার ফলাফল হচ্ছে মারাত্মক।

এখন ইসরায়েলের নিরাপত্তাবিষয়ক মন্ত্রী ইতামার বেন-গ্যভির পশ্চিম তীরের প্রায় সব ফিলিস্তিনিকে পবিত্র রমজান মাসে পূর্ব জেরুজালেম ও আল আকসায় প্রবেশে বাধা দিতে চাইছেন। এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ পশ্চিম তীরের ক্ষোভের দাবানল জ্বালিয়ে দিতে পারে। আর সেটা শুধু পশ্চিম তীরেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, ছড়িয়ে পড়বে পুরো অঞ্চলে। পবিত্র রমজান মাসেও গাজায় যদি গণহত্যাযজ্ঞ অব্যাহত থাকে, রাফায় যদি সামরিক আগ্রাসন শুরু হয় এবং লাখ লাখ ফিলিস্তিনিকে যদি আল-আকসায় নামাজ পড়তে না দেওয়া হয়, তাহলে দাবানল ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য।

ওসামা আল-শরিফ জর্ডানের সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক
আরব নিউজ থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

ক্যানসারের ঝুঁকি সন্দেহে ভারতের কয়েক রাজ্যে হাওয়াই মিঠাই নিষিদ্ধ

আপনজন ডেস্ক: স্কুলের সামনে, পার্ক ও ঘোরাঘুরির জায়গাগুলোতে হাওয়াই মিঠাই বিক্রি করতে দেখা যায়। শিশুদের কাছে আকর্ষণীয় গোলাপি রঙের এই মিষ্টিজাতীয় খাবারে ক্যানসারের উপাদান থাকছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। গত সপ্তাহে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য তামিলনাড়ুতে হাওয়াই মিঠাইয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষায় এতে ক্যানসারের উপাদান রোডামিন-বি ধরা পড়ার পর রাজ্য কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এর আগে চলতি মাসের শুরুর দিকে পদুচেরিতে হাওয়াই মিঠাইয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। অন্যান্য রাজ্যেও এর নমুনা পরীক্ষা শুরু হয়েছে।

বিশ্বজুড়ে শিশুদের কাছে হাওয়াই মিঠাইয়ের জনপ্রিয়তা রয়েছে। মুখে দিলেই গলে মিষ্টি স্বাদ দেয় এটা। তবে ভারতের স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা বলছেন, এটা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভয়ংকর। তামিলনাড়ুর চেন্নাই শহরের খাদ্যনিরাপত্তা কর্মকর্তা ডি সতীশ কুমার ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেছেন, হাওয়াই মিঠাইয়ে যে বিষাক্ত উপাদান রয়েছে, তা ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে এবং শরীরের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তা ছড়িয়ে পড়তে পারে। গত সপ্তাহে চেন্নাইয়ের একটি সৈকতে অভিযান চালিয়ে হাওয়াই মিঠাই বিক্রেতাদের পাকড়াও করেন সতীশ ও তাঁর দলের সদস্যরা। সতীশ জানান, শহরে যারা এ মিষ্টি বিক্রি করে, তারা সবাই নিজেদের মতো করে এটা তৈরি করে এবং এর কোনো নিবন্ধিত কারখানা নেই।

এর কয়েক দিনের মধ্যে নমুনা পরীক্ষায় হাওয়াই মিঠাইয়ে রোডামিন-বি রাসায়নিক শনাক্ত হওয়ার পর এটা বিক্রি ও খাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে তামিলনাড়ু সরকার। রোডামিন-বি কোনো কিছুতে ব্যবহার করলে তা গোলাপি আভা দেয়। বস্ত্র, প্রসাধনী ও কালি শুকাতে এই রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, এই রাসায়নিক ক্যানসারের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। ইউরোপ ও ক্যালিফোর্নিয়ায় খাবারে এর ব্যবহার অবৈধ।

ড্যানিয়েলা শোয়ার্জার

ইউরোপ আর কবে নিরাপত্তায় স্বনির্ভর হবে

মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের (ইইউ) প্রতিনিধিরা নিরাপত্তা সহযোগিতা ইস্যুতে যখন নিজেদের মত দিচ্ছিলেন, তখন তাঁদের মধ্যে একজন দীর্ঘশ্বাস মেশানো কণ্ঠে বললেন, 'শুধু কথা, কথা আর কথা!' অর্থাৎ, ইউরোপের নিরাপত্তার ব্যাপারে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। সম্মেলন থেকে যে বার্তা দেওয়া হচ্ছিল, সে বিষয়ে হতাশা ব্যক্ত করে আরেক আলোচক বললেন, নিরাপত্তা নিয়ে ইউরোপের গা ছাড়া ভাব দেখে চীন এখন সম্ভবত ভাবছে, 'ইউরোপ নিয়ে আমাদের আর চিন্তার কিছু নেই।'

গত সপ্তাহান্তে অনুষ্ঠিত ইউরোপের নীতিনির্ধারক ও নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের এই সমাবেশে একটা প্রচ্ছন্ন বিষন্নতা ছড়িয়ে পড়তে দেখা গেছে। সেখানে নেতাদের আলোচনায় মনে হয়েছে, তাঁরা বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলোর গভীরতর হওয়া এবং সংকট আরও জটিল হওয়া নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। অনেককে ক্লান্ত এবং হতাশাগ্রস্ত বলে মনে হচ্ছিল। এর মধ্যেই ইউক্রেনের আভদিভকা শহরের পতন ঘটতে যাচ্ছে বলে খবর এসেছে।

ইউক্রেনের গোলাবারুদের উৎস একেবারে কমে এসেছে এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তাঁর চলতি মেয়াদে কংগ্রেস থেকে ইউক্রেনের জন্য আরেকটি সহায়তা প্যাকেজ অনুমোদন করিয়ে আনতে পারবেন কি না, তা কেউ বলতে পারছে না। অন্যদিকে রাশিয়ায় কারারুদ্ধ অবস্থায় সে দেশের বিরোধী নেতা অ্যালেক্সি নাভালনি মারা যাওয়ায় ভ্লাদিমির পুতিনের একনায়কোচিত নৃশংসতা আরেক দফা সবাইকে আতঙ্কিত করে তুলেছে।

কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে যে বিষয়টি সবাইকে সবচেয়ে ভাবিয়ে তুলেছে, সেটি হলো ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হওয়ার জোরালো সম্ভাবনা। কারণ, ট্রাম্প গদিতে ফিরলে নিশ্চিতভাবে তাঁর প্রত্যাবর্তন ইউক্রেনকে দুর্বল করে দেবে এবং চীনের সঙ্গে ইউরোপের উত্তেজনা বাড়বে। সব মিলিয়ে ইউরোপের জন্য সময়টা এখন খারাপ। একদিকে রাশিয়া মহাকাশে পারমাণবিক অস্ত্র পাঠানোর চেষ্টা করছে বলে খবর বের হচ্ছে, অন্যদিকে চীনের প্রতিরক্ষা বাজেট এখন রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। মিউনিখ সম্মেলনের মঞ্চে যে আলোচনা-পর্যালোচনা হয়েছে,

তার বেশির ভাগই ছিল ইউরোপের মিত্রদের আশ্বস্ত করা কথাবার্তা (যা প্রতিবছরই হয়ে থাকে)। তবে সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা তাদের ইউরোপীয় মিত্রদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, ইউরোপীয়দের নিজেদের নিরাপত্তার বিষয়ে স্বনির্ভর হওয়ার প্রস্তুতি নেওয়ার কাজ শুরু করা উচিত।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইউরোপ মহাদেশে একটি বড় স্থলযুদ্ধ চলছে; মধ্যপ্রাচ্যে একটি আঞ্চলিক যুদ্ধের হুমকি রয়েছে; পশ্চিম বলকানে নাজুক অবস্থা বেড়ে গেছে এবং ইউরোপীয় সমাজের গভীরে 'হাইব্রিড যুদ্ধ' বেড়ে গেছে; তারপরও ইউরোপের সরকারগুলো নিজেদের নিরাপত্তা ইস্যুতে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হচ্ছে।

সম্মেলনে এই বিষয় মনে করিয়ে দিয়ে জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ যথার্থই বলেছেন, 'নিরাপত্তা না থাকলে সবকিছুই অসার হয়ে যায়।'

মাত্র এক বছর আগের পরিস্থিতি এখনকার তুলনায় অনেক ভালো ছিল। ইউক্রেন যুদ্ধ দ্বিতীয় বছরে পা দেওয়ার পর প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ও তাঁর সহযোদ্ধারা যে সাহসিকতা দেখিয়েছিলেন, তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে পশ্চিমা গণতন্ত্রগুলো ইউক্রেনীয়দের সমর্থনে এক হয়েছিল।

আশা ছিল, ইউক্রেনীয় সামরিক বাহিনী পশ্চিমাদের সমর্থন নিয়ে নতুন উদ্যমে রাশিয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। কিন্তু এখন সেই উদ্যম অনেকটা দমে গেছে এবং ইউরোপের কৌশলগত চ্যালেঞ্জগুলো বহুগুণ বেড়ে গেছে। এখন অধিকতর দৃঢ় ও আগ্রাসী চীনকে বাগে রাখতে ইউরোপকে তার অর্থনৈতিক নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে, ন্যাটোর বাইরে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করতে হবে এবং নিজস্ব প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য ইউরোপীয় নেতাদের জরুরি ভিত্তিতে একটি বিশদ পরিকল্পনা দরকার।

ইউরোপিয়ান কমিশনের কর্মকর্তারা এবং ইইউর ছোট সদস্যরাষ্ট্রগুলোর (যেমন বাল্টিক অঞ্চলের) নেতারা একটি দৃঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে মিউনিখে এসেছিলেন। তবে সম্মেলনে যোগ দেওয়া অন্য অনেকেই তাঁদের সেই উদ্দেশ্যের বিষয়ে খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না। লক্ষণীয়ভাবে, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ এবং পোল্যান্ডের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টুস্ক দেশে ছিলেন। তাঁরা সম্মেলনে যাননি। এই দুই নেতা যদি সম্মেলনে যোগ দিতেন এবং ইইউর বৃহত্তম প্রতিরক্ষা খাতের ব্যয়কারী ও ইউক্রেন সমর্থক হিসেবে তাঁদের নিয়ে ওলাফ শলৎজ সম্মেলনের এক ফাঁকে একটি 'ভাইমার ট্রায়াঙ্গেল' বৈঠকে বসতে পারতেন, তাহলে সেটি রাশিয়া ও চীনকে একটি কড়া বার্তা দিতে পারত।

এদিক থেকে অবশ্য জার্মানি অনেকটা এগিয়েই রয়েছে। ন্যাটো প্রতিরক্ষা ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা (জিডিপির ২ শতাংশ) পূরণে ১০ হাজার ৮০০ কোটি ডলারের তহবিল গঠনের পাশাপাশি এই দেশ ইউক্রেনকে ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সহায়তা দিয়েছে। ন্যাটোর পূর্বাঞ্চলকে শক্তিশালী করতে এই দেশই প্রথম লিথুয়ানিয়ায় স্থায়ী যুদ্ধসেনা পাঠিয়েছে।

এসব পদক্ষেপ একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করতে পারে। যথার্থ নেতৃত্ব থাকলে সেই ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে বাকি কাজ এগিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু নেতৃত্ব ও সমন্বয়ের সামগ্রিক অভাব সাম্প্রতিক কিছু সুসংবাদকে প্রায় কবরে পাঠিয়ে দিয়েছে। মিউনিখ সম্মেলনের ঠিক আগে ইউক্রেন যুক্তরাজ্য, জার্মানি ও ফ্রান্সের সঙ্গে নতুন দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। কিন্তু এটিকে আরেকটি হাতছাড়া হয়ে যাওয়া সুযোগ বলা যায়।

ইউরোপীয় নেতারা যদি ইউরোপের নিরাপত্তার বিষয়ে আন্তরিক থাকেন, তাহলে তা দেখানোর পরবর্তী সুযোগ হবে আগামী জুলাইয়ে ন্যাটোর শীর্ষ সম্মেলনে। ইউরোপ যদি প্রতিরক্ষা ইস্যুতে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ না করে, তাহলে ২০২৪ সালকে সেই বছর হিসাবে স্মরণ করতে হবে, যে বছরে ইউক্রেনকে পরিত্যক্ত করা হয়েছিল, যে বছরে ট্রান্স আটলান্টিক জোট ভেঙে গিয়েছিল; যে বছরে ইউরোপ ও বাকি বিশ্বের জন্য ভয়াবহ পরিণতি নেমে এসেছিল।

ড্যানিয়েলা শোয়ার্জার জার্মান কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসের সাবেক পরিচালক
ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম নজর

জীবন দিয়ে হলেও নাগরিকত্ব রক্ষা করতে হবে: সাহাবুদ্দিন

বিশেষ প্রতিবেদক ● রঘুনাথগঞ্জ

আপনজন: "নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে হলেও এন.আর.সি'র বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নিজেদের নাগরিকত্ব রক্ষা করতে হবে" গতকাল আধার কার্ড বাতিলের বিরুদ্ধে ও কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জের পুঠিয়ায় জনসাধারণকে সচেতনতামূলক পথসভা থেকে বললেন সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়ার রাজ্য সহ সভাপতি মুহাম্মদ সাহাবুদ্দিন।

এদিন তিনি বর্তমান ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। সিএএ এন.আর.সি' প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন– কোনো রাজনৈতিক দল আপনাদের নাগরিকত্ব রক্ষা করতে পারবে না, না মমতা পারবে না অধীর পারবে, তাঁরা শুধু আপনাকে নানান প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট নেবে। যদি কোনো মাধ্যম আপনার নাগরিকত্ব রক্ষা করতে পারে সেটা বৃহত্তম গণ আন্দোলন। আমরা সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া এই আন্দোলনের প্রথম কাতারে থাকবো, নিজেদের জীবন দিয়ে হলেও আমাদের নাগরিকত্ব রক্ষা করতে হবে তাই রাজনৈতিক সমর্থন না দিলেও আন্দোলন গড়ে তুলতে আমাদের সঙ্গ দেন।

এছাড়াও ভারতবর্ষের ইতিহাস, ব্রিটিশদের শাসন ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিসর্জন প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভার সভাপতি মাওলানা সহিদুল ইসলাম। তিনি বলেন– হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান সকল ধর্মের মানুষ একত্রিত হয়ে দেশ স্বাধীন করেছে আবারো আজ আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁদের দিয়ে যাওয়া স্বাধীনতা রক্ষা করব। তাঁদের সাম্প্রদায়িক কৌশল সম্পর্কে সচেতন থেকে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া আপোষহীন ভাবে এই পথে সংগ্রাম করে চলেছে আপনারা সঙ্গ দেন, ক্ষুধা মুক্ত ভয় মুক্ত ভারত গড়ার অঙ্গীকার নেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সদস্য জাকির হোসেন, মহম্মদ সেলিম প্রমুখ।

ফের আন্দোলনে মাদ্রাসা সার্ভিস পাশপ্রার্থী মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: গ্রামের মাদ্রাসা গুলোকে বাঁচতে শিক্ষক বদলির পূর্বেই উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থীদের দ্রুত নিয়োগের দাবীতে গত মঙ্গলবার কালীঘাট অভিযান করে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনে উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থীরা। যতীন দাস পার্ক মেট্র ৪ নং গেট থেকে বেরতেই কয়েক হাজার পুলিশ চাকরি প্রার্থীদের কালিঘাট মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি যেতে বাধা দেয়। সেই বাধা উপেক্ষা করে হাজরা মোড় ক্রসিং অবরোধ করে বেস কিছু সময় ধরে।

আন্দোলনকারীরা অভিযোগ করেন, পুলিশের সাথে কিছু ক্ষণ ধ্বস্তাধস্তি হয় তারপর প্রশাসনের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষা মন্ত্রীর দপ্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরে যোগাযোগ হয় ও কালিঘাট থানার বড়বাবু মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে ডেপুটেশন কপি জমা দেওয়া হয়। আশ্বাস দেওয়া হয় আগামী শনিবারের মধ্যে সমস্যার সমাধান না হলে রবিবার মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে নিয়ে যাবেন এবং সমস্যার সমাধান করবেন। চাকরি প্রার্থীরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন ভোটের আগেই সমস্যার সমাধান না হলে কালিঘাটই আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো কালিঘাটে অবস্থান বিক্ষোভ কররার জন্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হব।

মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন পাশ প্রার্থী মঞ্চ এর সভাপতি মনিরুল ইসলাম বলেন মহামান্য হাইকোর্ট বারংবার নিয়োগের নির্দেশ দিলেও ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছেন নিয়োগ আটকানোর জন্য সেখানেও নিয়োগের নির্দেশ দিলে এখন সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছেন নিয়োগ আটকানোর জন্য অথচ মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আইনি জটিলতার কারনে নিয়োগ দিতে পারছেন না। তিনি জানান, মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন ২০১৩ সালে বিজ্ঞপ্তিতে শূন্যপদ ছিলো ৩১৮৩ কিন্তু প্যানেল ছাড়ায় নিয়োগ হয় মাত্র ১৫০০-এর মতো।

চিঠি লিখে ভাষা দিবস স্মরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ইসলামপুর

আপনজন: মাতৃভাষায় মা কে পোস্ট কার্ডে চিঠি লিখে পোস্ট অফিসে পোস্ট করে প্রভাত ফেরির মাধ্যমে অমর একুশে ফেব্রুয়ারী স্মরণ করলো আশরাফ -উন -নিসা এডু-স্পোর্টস একাডেমি র শিক্ষার্থীরা। প্রভাত ফেরির পরে স্কুল চত্বরে সকল ছাত্র ছাত্রীরা ২১শের কবিতা আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করল ও সমবেতকণ্ঠে অমর ২১শের গান গাইল। স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র পারভেজ মন্ডল ও ছাত্রী হুসনাতুন হাসানার স্বরচিত নাটক 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই' সকল শিক্ষার্থীরা মঞ্চস্ত করলো । উপস্থিত ছিলেন টেঁকারাইপুর হাই স্কুলের শিক্ষক কমল মার্ডি মহাশয় ও স্কুলের শিক্ষক বিশ্বনাথ মন্ডল মহাশয়, প্রধান শিক্ষক শরিফুল ইসলাম মহাশয় ও আরো অনেক গুণীজন। শিক্ষক কমল মার্ডি মহাশয় কচি কাঁচাদের নাটক দেখে মুগ্ধ হয়ে বললেন এই লড়াই সংগ্রাম প্রতিবাদ যেন আমাদের সকলের মধ্যে থাকে। আমরা যেন ব্যাক্তি জীবনে অন্যায় এর প্রতিবাদ করতে থাকি। তাহলেই এই দেশ ও সমাজ সুন্দর হয়ে উঠবে।

আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় নিয়ে এবার নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তুদের বিক্ষোভ

সমীর দাস ● কলকাতা

আপনজন:-গত কয়েকদিন ধরেই আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় হওয়া নিয়ে উত্তাল হচ্ছে বাংলার রাজনীতি। ঘটনাচক্রে দেখা গেছে আধার নিষ্ক্রিয় হয়েছে মূলত মতুয়া, নমঃশূদ্র, উদ্বাস্ত ও এসসি, এসটিদের। মুক্রবার কলকাতার রাজপথে তাদের বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এই প্রতিবাদ কর্মসূচির নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তৃণমূল কংগ্রেস নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেল এর রাজ্য সভাপতি রঞ্জিত সরকার। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার পর এবার আধার নিষ্ক্রিয় করার প্রতিবাদে মতুয়া, নমঃশূদ্রদের আধার কার্ড বাতিলে কেন্দ্রকে নিশানা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।সূত্রের খবর, দেশজুড়ে ৩২ কোটি আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় করা হচ্ছে। এর মধ্যে এ রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, জলপাইগুড়ি, হুগলি ও মালদহ, দুই দিনাজপুর,বাঁকুড়া,কোচবিহার সহ একাধিক জেলার প্রায় দুলক্ষ কার্ড রয়েছে। কার্ড নিষ্ক্রিয় হওয়ার ফলে একদিকে যেমন ব্যাঙ্কে লেনদেন করা যাচ্ছে না, মিলছে না সরকারী প্রকল্পের সুবিধা। অন্যদিকে রেশন মিলছে না। আশঙ্কা, এর পর ভোটার কার্ডও নিষ্ক্রিয় করা দেওয়া হবে।বিপদে ও হতাশায় পরেছে স্কুল ছাত্র, ছাত্রী থেকে শুরু করে চাষি, ছোট ব্যবসায়ী,চাকরীজীবি সকলেই। আতঙ্কে গ্রামের মানুষ কান্নাকাটি ও অসহায় বোধ করছেন।সবার ধারনা হচ্ছে অসমের মতো এ রাজ্যেও 'ডি-ভোটার' বা 'ডাউটফুল ভোটার' করে রাখা হবে।

রঞ্জিত সরকার বলেছেন, যাদের কার্ড বাতিল হয়েছে তাঁদের অধিকাংশই ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের জবকার্ড হোল্ডার। মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, 'অধিকাংশ ক্ষেত্রে মতুয়া, নমঃশূদ্র, উদ্বাস্ত, তফসিলি জাতি এবং গরিব মানুষের আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। তাঁদের জন্য গত মঙ্গলবার থেকেই রাজ্য সরকার চালু করছে 'আধার গ্রিভান্স পোর্টাল অব গভর্নমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল'। যাঁদের আধার কার্ড বাতিল হয়েছে, তাঁদের বলছি, এই পোর্টালে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করুন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের রাজ্যের উদ্যোগে বিকল্প কার্ড দেওয়া হবে। এই কার্ড দেখিয়েই মিলবে সরকারি পরিষেবা।' রঞ্জিত সরকার আরো বলেছেন, 'আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় হওয়ার ফলে মানুষ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে পারছেন না। তাঁরা যাতে ভোট দিতে না পারেন সেই চক্রান্ত করেছে বিজেপি'। এর প্রতিবাদে কলকাতা ধর্মতলার ট্রাম ডিপো থেকে হাজার হাজার নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সম্প্রদায় সাধারণ মানুষ পদযাত্রার মধ্য দিয়ে গান্ধী মূর্তি পাদদেশে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে প্রায় ৪ ঘন্টা ধরে ধর্নায় বসে থাকেন রঞ্জিত সরকার সহ রাজ্য ও জেলা স্তরে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ববৃন্দ। ন অল ইন্ডিয়া মতুয়া নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু উন্নয়ন পরিষদ এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। সকলের মধ্যেই ক্ষোভের উত্তাপ দেখা গেছে।

সাংসদ খলিলুর বিভিন্ন কর্মসূচিতে লালগোলায়

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: লালগোলা ব্লকের সাতটি অঞ্চলের একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দিলেন জঙ্গিপুরের সাংসদ তথা জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি খলিলুর রহমান। দিন কয়েক আগে যশইতলা অঞ্চলের বাউসি গ্রামে তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গবাদি পশু সহ বাড়িঘর পুড়ে যায়। সেই বাড়িতে গিয়ে কর্মীর সঙ্গে কথা বলে পাশে থাকার আশ্বাস দেন সাংসদ। সেখানেই চেন্নাইতে গিয়ে এক পরিযায়ী শ্রমিক গুরুতর আহত হয়, তার সঙ্গে কথা বলে পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি। পাশাপাশি লালগোলার বিভিন্ন অঞ্চলে ১০০ দিনের কাজের টাকার পরিষেবা কেন্দ্রে গিয়ে পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন জেলা তৃণমূলের সভাপতি খলিলুর রহমান। যশইতলা, আইড়মারি, মানিকচক, কালমেঘা, দেওয়ান সরাই, পাইকপাড়া, নসিপুর অঞ্চলের ১০০ দিনের কাজের টাকার পরিষেবা কেন্দ্রে যান সাংসদ। পাশাপাশি আইড়মারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং কৃষ্ণপুর দিনুরপাড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন তিনি।

বৃহস্পতিবার রাতে কালমেঘা অঞ্চলের তেঘরিয়া পাড়ায় এক ব্যক্তির বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডে বাড়ির সমস্ত কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। গতকাল রাতে সাংসদের নির্দেশে স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সেলিম আক্তার গিয়ে চাল-ডাল সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে আসেন, শুক্রবার বিডিও অফিসে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন ফর্ম পূরণ করে দেন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সেলিম আক্তার। এদিন বিকেলে সাংসদ খলিলুর রহমান নিজে সেই পুড়ে যাওয়া বাড়ি-ঘর পরিদর্শন করেন এবং প্রশাসনিক সহযোগিতার পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

খুনের ৮ বছর পর গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত

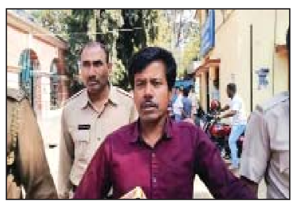

রঙ্গিলা খাতুন ● কান্দি

আপনজন: খড়গ্রামের মাধব মার্জিত খুনের ঘটনার মূল অভিযুক্ত খড়গ্রাম থেকে গ্রেফতার করে তোলা হল মহকুমা আদালতে। জানাগেছে ২০১৬ সালে খড়গ্রাম থানার সাদল এলাকায় মাধব মার্জিত নামের এক ব্যক্তিকে গুলি করে খুনের ঘটনার অভিযোগ উঠে। এরপর মাধব মার্জিতের পরিবারের পক্ষ থেকে খড়গ্রাম থানায় অভিযোগ জানানো হয়।

এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন গ্রেফতারের হলেও মূল অভিযুক্ত বাসার শেখকে গ্রফতের করতে ব্যর্থ হয় পুলিশ, বাসার সেখের বিরুদ্ধে ১০ টি ওয়ারেন্ট বের হয় এবং গতকাল রাত্রে খড়গ্রাম থানার পুলিশ বাসার সেখকে খড়গ্রাম থানার রুহীগ্রাম থেকে গ্রেফতারের করে এবং ধৃতের বিরুদ্ধে ৩০২,৩৪ আইপিসি অ্যাক্ট সহ ১০ টির বেশি মামলা দায়ের করে কান্দি মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় ধৃত বাসার শেখকে। কান্দি মহকুমা দ্বিতীয় দ্রুত নিষ্পত্তি জেলা অতিরিক্ত দায়রা আদালত ৬ দিন জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

প্রত্যন্ত গ্রামের দুই মেয়ের বড় সাফল্য, সংবর্ধনা মন্ত্রীর

আসিফ রনি ● জঙ্গিপুর

আপনজন: অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও মনের জেরে ধর্মীয় অনুশাসন ও পিছিয়ে পড়া জায়গায় থেকেও যে সাফল্য আসে তা আবারো প্রমাণ করলেন দুই মেয়ে। মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ ২ নম্বর ব্লকের সেকেন্দ্রা অঞ্চলের শ্রীধরপুর ও দস্তমাড়া একেবারে পিছিয়ে পড়া প্রত্যন্ত গ্রাম হিসাবে পরিচিত। সেভাবে নিয়ে শিক্ষার হার নেই বললেই চলে। এবার এই এলাকা থেকে উল্লেখযোগ্য রেজাল্ট করে তাক লাগালেন দুই মেয়ে। খুশি হয়ে তাদের সংবর্ধনা দিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন বিদ্যুৎ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আখরুজ্জামান। রঘুনাথগঞ্জ ২ নম্বর ব্লকের শ্রীধরপুর গ্রামের বিড়ি শ্রমিক বাবলু শেখের কন্যা রুকসানা পারভীন। CSIR NET এ নজর কারা সাফল্য তার। সর্বভারতীয় ১০৭ নম্বর স্থান করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে সে। রুকসানার ইচ্ছা ম্যাথমেটিক বিষয়ে গবেষক হওয়ার। তার এমন সাফল্যে খুশি পরিবার থেকে পাড়া-প্রতিবেশীরা। অন্যদিকে এই অঞ্চলেরই দস্তমারা গ্রামের বিড়ি শ্রমিক রবিউল সেখের মেয়ে ফাতেমা খাতুন। নেট এবং জিআরএফে কোয়ালিফাই করে নজর করেছে সে। অত্যন্ত গ্রামের অতি সাধারণ পরিবারের মেয়ে হয়েও এত বড় সাফল্যে কথা শুনে বাড়িতে ভিড় জমাচ্ছেন পাড়া-প্রতিবেশীরা। শুক্রবার এই সাফল্যের কথা শুনে তাদের বাড়িতে পৌঁছে যান বিদ্যুৎ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আখরুজ্জামান। সংবর্ধনা জানিয়ে সব রকম ভাবে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিন তিনি। এদিন তিনি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন , প্রত্যন্ত গ্রামের এই দুই মেয়ে যে সাফল্য পেয়েছে তা শুধু তাদের একার নয় সে সাফল্য আমাদের সকলের। অন্যদিকে ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে থেকেও যে সফলতা পাওয়া যায় সেটাও প্রমাণ করেছে তারা। সুতরাং তারা আমাদের ও আমাদের সমাজের গর্ব। আগামীতে পিছিয়ে পড়া সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করুক তারা ,এটাই চাই।

উল্লেখ্য এই দুই মেয়ে অতি সাধারণ পরিবারের, উভয়েরই বাবা বিড়ি শ্রমিক। ছোট বেলা থেকেই মেধাবী তারা । পড়াশোনা পাশাপাশি ধর্মীয় অনুশাসন মেনে পাঁচ বার নামাজ পরেন। এমন কি হিজাব পরেন তারা। তাদের সাফল্যের পর অনেকে বলছেন ধর্মীয় শাসন মেনেও যে সফলতা আসে সেটা প্রমাণ করেছে তারা।

কুশিদায় ছিনতাই কাণ্ডে সোনা, রুপা উদ্ধার

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন", হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কুশিদায় ছিনতাই কাণ্ডে অবশেষে স্বর্ণ ব্যবসায়ীর ছিনতাই হওয়া সোনা,রুপা ও নগদ টাকা সহ মোবাইল উদ্ধার করল হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিস।

এর সাথে দুই ব্যক্তিকে এই ঘটনায় জড়িত থাকার অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে,ধৃত ওই দুই ব্যক্তির নাম আনন্দ কুমার(৪০)। বাড়ি বিহারের আবাদপুর থানা এলাকায়। অন্যজনের নাম শিব পূজন সাহা(৬০)।বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার কুশিদা তে।

শুক্রবার হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় মহকুমা পুলিস আধিকারিক সোমনাথ সাহা সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান,চলতি মাসের প্রথম দিকে কুশিদা এলাকায় ছিনতাই কাণ্ডে বড়সড় সাফল্য পেল পুলিস। ছিনতাই হওয়া সমস্ত সোনা গয়না নগদ টাকা এবং মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে।ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুই ব্যক্তিকেও গ্রেফতার করা হয়। বিহারের দুটি সোনার দোকানে এই গয়না গুলিকে বিক্রি করা হয়েছিল।

সেখান থেকে এগুলোকে উদ্ধার করে পুলিস। এদিন এই ছিনতাইয়ের ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া দুই অভিযুক্তকে চাঁচল মহকুমা কোর্টে তোলা হয়।

পরীক্ষার্থীদের সাফল্য চেয়ে উপহার বিধায়িকার

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের রায়নার সেহারা বাজারের চন্দ্র কুমার ইনস্টিটিউশনে পরীক্ষা দিতে আসা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে কিছু উপহার তুলে দিয়ে পাশে থাকার বার্তা দিলেন রায়নার বিধায়ক শম্পা ধারা সহ পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক তৃণমূল শিক্ষক সমিতির সদস্যরা।

এদিন সেহারাবাজার সিকে ইনস্টিটিউশনের সামনে উপস্থিত ছিলেন রায়নার বিধায়িকা শম্পা ধারা, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব সমীর সাঁই, মহাদেব ঘোষ,সেখ মহসেন,তন্ময় সাঁই, শিক্ষক অর্ধেন্দু মালি, অমিয় কুমার কুন্ডু সহ বিশিষ্ট শিক্ষকরা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যুবনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রছাত্রীদের প্রতি যে বার্তা দিয়েছেন সেকথা আরোও একবার মনে করিয়ে দেওয়া হয়। একথা জানালেন রায়নার শিক্ষক সংগঠনের একজন সংগঠক চাঁদ ঘোষ। উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানাতে এসেছিলেন বিধায়িকা শম্পা ধারা। পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি তাদের আগামী ভবিষ্যৎ যাতে ভালো হয় সেই কামনা করেন তিনি।

হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ে ভিন্ন স্বাদে মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হিঙ্গলগঞ্জ

আপনজন: প্রতি বছরের মত এবছরও হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক উপসমিতি ও আই. কিউ.এ. সি. এর যৌথ উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করে। এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. শেখ কামাল উদ্দীন। স্বাগত ভাষণ দেন সাংস্কৃতিক উপ সমিতির আহ্বায়ক ড. ঈশিতা দে। এই অনুষ্ঠানটি নানা কর্মসূচিতে মুখর হয়ে ওঠে। এই অনুষ্ঠানের বিশেষত্বও চোখে পড়ার মত। বাংলা কবিতা পাঠ করেন ড. মায়া মজুমদার, হিন্দি কবিতা পাঠ করেন ড. পল্লবী সিনহা দাস, নেপালি ভাষায় কবিতা পাঠ করেন অধ্যাপক শ্রী সুমন তামাং, অসমীয়া ভাষায় কবিতা পাঠ করেন ড. পারমিতা সরকার, আরবি ভাষায় কবিতা পাঠ করেন ছাত্রী মালিহা মুমতাজ, সংস্কৃত ভাষায় কবিতা পাঠ করেন ড. ঈশিতা দে, ভোজপুরি ভাষায় কবিতা পাঠ করেন অধ্যাপিকা মনামি মুখার্জী, ককবরক ভাষায় কবিতা পাঠ করেন ড. কিঙ্কর মণ্ডল, ব্রজবুলি ভাষায় কবিতা পাঠ করেন অধ্যক্ষ শেখ কামাল উদ্দীন, বাংলা ভাষার আঞ্চলিক রূপে কবিতা পাঠ করেন মহঃ গোলাম মর্তুজা।

অনুষ্ঠানে এই অভিনব উদ্যোগ শ্রোতা ও দর্শকদের মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানে ভাষাদিবসের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোকপাত করেন ছাত্র সন্দীপ চক্রবর্তী। সদ্য প্রাক্তন ছাত্র কমল পাত্র তার কথা বলা পুতুল নিয়ে মাতৃভাষা সম্পর্কিত এক অভিনব নিবেদন রাখে। মহাবিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ ও ভূগোল বিভাগ পৃথকভাবে মাতৃভাষা দিবস: অতীত থেকে বর্তমান' ও 'ভাষা দিবসের পটভূমি ও প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। অধ্যক্ষ ১৯৫২ এর অনালোচিত পাঁচজন নারীর ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আত্মদানের ইতিহাস ব্যক্ত করেন। অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ নৃত্য পরিবেশন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুবাবে সঞ্চালনা করেন অধ্যাপক ড. কিঙ্কর মণ্ডল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ঝোপের মধ্যে থেকে উদ্ধার ব্যাগ ভর্তি ভোটার কার্ড

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনের আগে চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটল নদিয়ায়। ঝোপের মধ্যে থেকে উদ্ধার হল ভর্তি হল শয়ে শয়ে ভোটার কার্ড। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনাটি বৃহস্পতিবার রাতে নদীয়ার চাকদা থানার অন্তর্গত তাতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের মিত্রপুকুর রাজ্য সরকারের একদম পাশে রয়েছে ঝোপঝাড়, তার মধ্যে থেকে উদ্ধার হয় কয়েক ব্যাগ ভোটার কার্ড। ঘটনার খবর পেতেই ছুটে আসে চাকদা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী, এরপর এই ভোটার কার্ডগুলি কোথা থেকে কিভাবে এলো তা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে স্থানীয়দের কাছ থেকে। স্বাভাবিকভাবে এই ঘটনায় রীতিমত চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই ভোটার কার্ড গুলি এ রাজ্যের নয়, ভিন্ন রাজ্যের। তবে কিভাবে এই ভোটার কার্ড গুলি ঝোপের মধ্যে এলো তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে চাকদা থানার পুলিশ।

বাইক চুরি করতে গিয়ে ধৃত নাবালক

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহারপাড়া

আপনজন: হরিহরপাড়ায় তিনটি বাইক উদ্ধার করেছে পুলিশ কিন্তু চোরের হদিস পাচ্ছিল না, চোরের হদিস পেতেই পুলিশের চক্ষু চড়ক গাছ , গ্রেপ্তার হওয়া নাবালক একাধিক বাইক চুরি করত । তার উদ্দেশ্য ছিল বাইক চুরি করে বিক্রি করা নয় , তার নেশা ছিল বাইক চালানো। বাইক চালিয়ে ঘুরতে ঘুরতে পেট্রোল খতম হলেই সেখানেই বাইক রেখে দিত। এবং তারপরে সেখানকার যে কোন বাইক আবার চুরি করে ঘুরে বেড়াতো এরকম চার চার খানা বাইক চুরি করেছে বলে জানা যায়।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার বারুইপাড়া এলাকায় বাইক চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে বছর ষোলোর এক নাবালক। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে বিভিন্ন এলাকা থেকে সে বাইক গুলি চুরি করেছিল। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানার চেষ্টা করছে বাইক চুরির চক্রের পিছনে আর কে বা কারা রয়েছে।

পুরোহিতের ভূমিকায় মন্ত্রী শোভনদেব

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: শুরু হল কুমারগঞ্জের ধাদলপাড়ায় সতী পীঠের এক পীঠ শ্রী শ্রী বিদ্ধেশ্বরী মাতার পুজা। চলবে আগামী তিনদিন ধরে। এদিন বিদ্ধেশ্বরী মাতার পুজোয় পুরোহীত ছিলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী তথা বিধানসভার পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চ্যাটার্জী। পুণ্য সলীলা আত্রেয়ী নদীর মহা শ্মশানের পাশে অবস্থিত বিদ্যেশ্বরী মাতার পুজোকে ঘিরে ধদলপাড়া এলাকায় বসেছে বিরাট মেলা। বিদ্যেশ্বরী মায়ের মন্দিরের বৈচিত্র ও বেশ রোমহর্ষক। বিরাট বড় ঝাকরা এক অশ্বত্থ গাছ।তার আষ্টে পৃষ্টে বেধে ফেলে গড়ে তোলা হয়েছে এই মন্দির।

জাতীয় দলের কোচ হতে চান গার্দিওলা

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলে কোচিংয়ে কোনোকিছু জিততে তাঁর বাকি নেই। ইংল্যান্ড, জার্মানি ও স্পেনে জিতেছেন লিগ। বাদ যায়নি চ্যাম্পিয়নস লিগও। এ ছাড়া ক্লাব বিশ্বকাপের পাশাপাশি এই তিন দেশে বিভিন্ন কাপ প্রতিযোগিতাও জিতেছেন পেপ গার্দিওলা। স্প্যানিশ এই কোচের ক্যারিয়ারে তাহলে পরবর্তী পদক্ষেপ কী? উত্তরটা গার্দিওলাই দিয়েছেন। একটি বড় টুর্নামেন্টে জাতীয় দলের কোচ হিসেবে ডাগ আউটে দাঁড়াতে চান এই স্প্যানিশ কোচ।

ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে গার্দিওলার বর্তমান চুক্তির মেয়াদ ২০২৫ সাল পর্যন্ত। ক্লাবটির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর সম্ভাবনাও আছে তাঁর। জাতীয় দল নিয়ে গার্দিওলাকে ঘিরে এর আগে গুঞ্জন যে শোনা যায়নি, তা নয়।

ব্রাজিল, ইংল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র ঘিরে গুঞ্জনটি শোনা গিয়েছিল–তিনি এই তিন দেশের যেকোনো একটির দায়িত্ব নিয়ে মুখ খুলেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেসব গুঞ্জনই থেকে গেছে। এবার গার্দিওলা নিজে থেকেই বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন। জানিয়েছেন, বিশ্বকাপ, ইউরো ও কোপা আমেরিকার মতো বড় টুর্নামেন্টে কোনো জাতীয় দলকে দেখভাল করতে চান।

ইএসপিএন ব্রাজিল ৫৩ বছর বয়সী এই কোচের কাছে জানতে চেয়েছিল, অর্জনের দিক থেকে তাঁর ক্যারিয়ারে আর কী বাকি আছে? গার্দিওলা বলেছেন, 'জাতীয় দল। বিশ্বকাপ কিংবা ইউরোয় জাতীয় দলের দায়িত্ব নিতে চাই।' এ ক্ষেত্রে গার্দিওলার নিজের কোনো পছন্দ আছে কি না, সেটাও জানতে চাওয়া হয়েছিল। মানে পছন্দের কোনো দেশ আছে কি না। গার্দিওলার উত্তর, 'জানি না, কোন দেশ আমাকে চাইবে! জাতীয় দলের জন্য কাজ করতে তাদের আমাকে চাইতে হবে, যেভাবে ক্লাব চায়।'

কোচিং ক্যারিয়ারে বার্সেলোনা, বায়ার্ন মিউনিখ এবং বর্তমানে সিটির দায়িত্বে থাকা গার্দিওলা ৩২টি বড় শিরোপা জিতেছেন। তবে বিশ্বকাপ, ইউরো কিংবা কোপা আমেরিকার মতো টুর্নামেন্ট জিততে চান, এমন কোনো লক্ষ্য স্থির করেননি। সেটাই জানিয়েছেন গার্দিওলা, 'এভাবে কখনো ভাবিনি। (কোচিংয়ে) নামার পর কখনো লিগ কিংবা চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতা নিয়ে ভাবিনি। ভেবেছিলাম, আমার একটা চাকরি আছে। এ পর্যন্তই।'

গার্দিওলা এরপর বলেছেন, 'বিশ্বকাপ, ইউরো কিংবা কোপা আমেরিকায় কেমন লাগে, সেই অভিজ্ঞতা নিতে চাই। জানি না, এটা কবে হবে। এখন থেকে ৫, ১০ কিংবা ১৫ বছরও লেগে যেতে পারে। তবে বিশ্বকাপে কোচিংয়ের অভিজ্ঞতাটা নিতে চাই।'

সোবার্স-বোথামদের পাশে অশ্বিন, ভারতের বিপক্ষে টেস্ট শতকে সবাইকে ছাড়িয়ে রুট

আপনজন ডেস্ক: রাঁচিতে আজ শুরু হয়েছে ভারত-ইংল্যান্ডের চতুর্থ টেস্ট। ম্যাচের প্রথম দিনেই দুজন দারুণ দুটি কীর্তি গড়েছেন। প্রথম ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে টেস্টে নির্দিষ্ট একটি দলের বিপক্ষে ১০০০ রান ও ১০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। আর ইংল্যান্ডের জো রুট ভারতের বিপক্ষে করেছেন তাঁর দশম টেস্ট সেঞ্চুরি, যা এই সংস্করণে ভারতের বিপক্ষে কোনো ব্যাটসম্যানের সর্বোচ্চ। অশ্বিন-রুট আজ প্রতিপক্ষ হলেও সর্বশেষ আইপিএলে ছিলেন সতীর্থ। দুজনই খেলেছেন রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে। বিশাখাপট্টনমে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টেই ইংল্যান্ডের বিপক্ষে হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করেছিলেন অশ্বিন। আজ রাঁচি টেস্টের প্রথম দিন জনি বেয়ারস্টোকে এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলে পূরণ করেন শততম উইকেট। যোগ দেন এমন ডাবলের ছোট্ট তালিকায়, যেখানে আছেন গ্যারি সোবার্স-ইয়ান বোথামের মতো কিংবদন্তিরা। সব মিলিয়ে এই তালিকায় আছেন ৭ জন। অশ্বিন, সোবার্স ও বোথাম ছাড়া বাকি ৪ জন জর্জ গিফেন, মন্টি নোবেল, উইলফ্রেড রোডস ও স্টুয়ার্ট ব্রড। টেস্টে এক প্রতিপক্ষের বিপক্ষে কমপক্ষে ১০০০ রান ও ১০০ উইকেটের তালিকায় দ্বিতীয় দ্রুততম অশ্বিন। এই মাইলফলকে পৌঁছাতে অশ্বিনের লাগল ২৩ টেস্ট। সবচেয়ে দ্রুততম বোথাম এই মাইলফলক ছুঁয়েছিলেন ২২ টেস্টে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্টে অশ্বিন এখন পর্যন্ত ১০৫৮ রান করেছেন, যা তাঁর টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রায় এক তৃতীয়াংশ (মোট রান ৩৩০৮)। রাজকোটে সিরিজের তৃতীয় টেস্টে ৫০০ উইকেটের মাইলফলকে পৌঁছানো অশ্বিন এ নিয়ে দুটি দলের বিপক্ষে ১০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করলেন। ইংল্যান্ডের আগে তিনি অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১০০ উইকেট নেন। টেস্টে একটি নির্দিষ্ট দলের বিপক্ষে কমপক্ষে ১০০০ রান ও ১০০ উইকেটের তালিকায় প্রথম দুই জন অস্ট্রেলিয়ার গিফেন ও নোবেল। দুজনের ক্ষেত্রেই প্রতিপক্ষ ছিল ইংল্যান্ড। প্রথম ইংলিশ ক্রিকেটার হিসেবে এই কীর্তি গড়েন উইলফ্রেড রোডস। পরে যোগ দেন বোথাম ও স্টুয়ার্ট ব্রড। তিনজনের ক্ষেত্রেই প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের বাইরে টেস্টে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে হাজার রান ও শত উইকেটের ডাবল স্পর্শ করেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের সোবার্স। সর্বকালের অন্যতম সেরা এই অলরাউন্ডারের প্রতিপক্ষ ছিল ইংল্যান্ড। এ তালিকার প্রথম তিনজন গিফেন, নোবেল ও রোডস এখন ওপারের বাসিন্দা। জো রুটের সেঞ্চুরিতে আজ প্রথম সেশনে ৫ উইকেট হারিয়েও দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ইংল্যান্ড। প্রথম দিন শেষ করেছে ৭ উইকেটে ৩০২ রান তুলে। রুট অপরাজিত আছেন ১০৬ রানে।

ঘরোয়ায় না খেলায় কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ পড়ছেন কিষান, আইয়ার

আপনজন ডেস্ক: ভারত ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) তাগাদার পরও রঞ্জি ট্রফিতে খেলেননি ঈশান কিষান, শ্রেয়াস আইয়ার। শাস্তি হিসেবে দুজনকেই কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ দিতে যাচ্ছে বিসিসিআই।

সর্বশেষ চুক্তি অনুসারে আইয়ার 'গ্রেড বি'র খেলোয়াড় হিসেবে বছরে ৩ কোটি এবং কিষান 'গ্রেড সি'র খেলোয়াড় হিসেবে ১ কোটি রুপি করে বেতন পেতেন। টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, ভারত ক্রিকেট দলের নির্বাচকেরা নতুন কেন্দ্রীয় চুক্তির খেলোয়াড় তালিকা প্রায় গুছিয়ে এনেছেন। শিগগিরই বিসিসিআই চূড়ান্ত খেলোয়াড় তালিকা প্রকাশ করবে। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র সংবাদমাধ্যমটিকে জানিয়েছে, নতুন চুক্তিতে আইয়ার ও কিষানকে রাখা হচ্ছে না, 'বিসিসিআইয়ের জোর তাগাদার পরও ঘরোয়া ক্রিকেটে না খেলায় চুক্তির তালিকায় কিষান ও আইয়ার থাকছেন না।'

উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান কিষান গত ডিসেম্বরে ভারত দলের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলতে গিয়েছিলেন। পরে 'ব্যক্তিগত কারণ' দেখিয়ে সফর থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। ভারত কোচ রাহুল দ্রাবিড় বলেছিলেন, টেস্ট দলের জন্য প্রস্তুত থাকতে কিষান যেন ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির টুর্নামেন্ট রঞ্জি ট্রফিতে খেলেন। কিন্তু ২৫ বছর বয়সী এই বাঁহাতি রঞ্জিতে ঝাড়খণ্ড দলে যোগ দেননি। যদিও আইপিএল দল মুম্বই ইন্ডিয়ানস সতীর্থ হার্দিক পান্ডিয়ার সঙ্গে বরোদায় অনুশীলন করতে দেখা গেছে তাঁকে।

ডানহাতি মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান আইয়ার ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম দুই টেস্টের দলে ছিলেন। তৃতীয় টেস্টের আগে তাঁকে জাতীয় দল থেকে ছুটি দিয়ে রঞ্জিতে খেলতে বলা হয়েছিল। আইয়ার রঞ্জির দল মুম্বাইকে জানান, পিঠের সমস্যার কারণে তিনি খেলতে পারবেন না। যদিও ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমির স্পোর্টস সায়েন্স অ্যান্ড মেডিসিন বিভাগের প্রধান নিতিন প্যাটেল বিসিসিআইকে লেখা ই-মেইলে জানান, আইয়ার 'ফিট' ছিলেন। অবশ্য আইয়ারের ঘনিষ্ঠ এক সূত্রের দাবি, ইংল্যান্ড সিরিজের শেষ তিন টেস্ট থেকে আইয়ারকে ছুটি দেওয়া হয়েছিল পিঠের সমস্যার সতর্কতার অংশ হিসেবে, 'প্যাটেল মেইলটি পাঠিয়েছিলেন দ্বিতীয় টেস্টের পর। আর আইয়ারের সমস্যা দেখা দেয় এর পরে। গত বিশ্বকাপে ভারতের অন্যতম সেরা পারফরমার ছিল আইয়ার। শুধু রঞ্জির ম্যাচ মিস করায় সে চুক্তি হারাবে না।'

গত সপ্তাহে বিসিসিআই সচিব জয় শাহ বলেছিলেন, বোর্ডের চুক্তিতে থাকা এবং 'এ' দলে থাকা সব ক্রিকেটারকে ফিট থাকলে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলতে হবে। এর ব্যত্যয় সহ্য করা হবে না। প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকারকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে বলেও জানান জয় শাহ।

আইপিএলের কোটিপতি ছেলেকে নিয়ে যে স্বপ্ন বিমানবন্দরের নিরাপত্তাকর্মী বাবার

আপনজন ডেস্ক: রাঁচির বিরসা মুন্ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। সেখানে অ্যারাইভাল হল দিয়ে বের হওয়ার দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা ফ্রান্সিস জ্যাভিয়ের মিঞ্জের কাজ। তৎপরতার সঙ্গে লোকজনের আসা-যাওয়া খেয়াল করেন। নিজের এই দায়িত্ব নিয়ে ফ্রান্সিসের মনোভাবটাও ভাবনাটা দার্শনিকসুলভ, 'সবাইকে বিমানবন্দর দিয়ে বের হয়ে আসতে দেখি। কিন্তু আমাকে খেয়াল করে খুব কমই। কেন করবে? আমি তো আরও অনেকের মতোই সামান্য এক নিরাপত্তাকর্মী।' কয়েক ঘণ্টা আগেই ভাড়া করা বিমানে ভারত জাতীয় ক্রিকেট দল এই বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে। রাঁচিতে আজ থেকে শুরু ইংল্যান্ড-ভারত চতুর্থ টেস্ট সামনে রেখে ভারতের দল বিমানবন্দরে অবতরণ করে ফ্রান্সিসের সামনে দিয়েই বের হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই খেলোয়াড়দের কেউ তাঁকে আলাদা করে খেয়াল করেননি। কিন্তু ফ্রান্সিস চোখেমুখে ভক্তি নিয়ে দেখেছেন সবাইকে। আর অপেক্ষা করছেন একটি সময়ের–একদিন এই দলে থাকবে তাঁর ছেলেও! ফ্রান্সিসের ছেলের নাম রবিন মিঞ্জ। ঝাড়খণ্ডের এই বাঁহাতি উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যানকে গত বছর ডিসেম্বরে আইপিএল নিলামে ৩ কোটি ৬০ লাখ রুপিতে কিনেছে গুজরাট টাইটানস। আইপিএলে চুক্তিবদ্ধ হওয়া প্রথম ভারতীয় আদিবাসী ক্রিকেটার তিনি। কিন্তু ফ্রান্সিস জানেন, এটাই ছেলের সাফল্যের চূড়া নয়। সম্ভবত কেবল শুরু। ভারতের অন্য সব তরুণ ক্রিকেটারের যে স্বপ্ন–ভারত জাতীয় দলে খেলা–ফ্রান্সিসের ছেলেও একই স্বপ্ন দেখে ক্রিকেটার হয়ে উঠেছেন। কিন্তু সেই 'সোনার হরিণ'-এর দেখা পাওয়া কত কঠিন–ফ্রান্সিস সেটাও জানেন, 'সে কেবল শুরু করল। পৃথিবীর মঞ্চে সে স্রেফ নিজের নামটা নিবন্ধিত করেছে। পথ এখনো অনেক লম্বা।' ভারতের সংবাদমাধ্যম 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'কে ফ্রান্সিস এ কথাগুলো বলার সময় গেট দিয়ে কিছু কম বয়সী ছেলে বের হচ্ছিল। ফ্রান্সিস তাদের থামিয়ে পরিচয়পত্র দেখতে চান। কাজ শেষে বললেন, 'এটাই আমার দায়িত্ব। বিমানবন্দর ছেড়ে যাওয়া কেউ যেন পরিচয়পত্র ছাড়া পুনরায় ঢুকতে না পারেন, সেটা নিশ্চিত করাই আমার কাজ। কারও কাছে হয়তো অস্ত্রও থাকতে পারে, কে জানে! এমন একটি ভুলের জন্য আমার চাকরি থাকবে না।' ফ্রান্সিস এরপর একটু দম নিলেন। যেন কিছু একটা ভাবছিলেন। তারপর বললেন, 'ছেলে আইপিএল ক্রিকেটার হওয়ায় আমি মোটেও ঢিলেঢালা থাকতে পারি না। হ্যাঁ, এটা সত্য, পরিবার আর্থিকভাবে একটু ভিত পেয়েছে। কিন্তু মানুষের জীবনে কখন কী নেমে আসে কে জানে! সহকর্মীরাও বলেছেন এখন আমার চাকরি করার কী দরকার। তাদের বলেছি, নিজেকে যত দিন সুস্থ এবং কর্মক্ষম মনে করব, তত দিনই কাজ করব।'

ঝাড়খণ্ডের গুমলা জেলায় বাড়ি ফ্রান্সিসের। প্রায় দুই দশক চাকরি করেছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীতে। তবে নিজের গ্রামের নিবাস ত্যাগ করেননি, ছেলে রবিনও নয়, 'আমরা এখনো একই ঘরে থাকি। একই বাইক চালাই। কখনো অন্য কোথাও বাড়ি করার বা বড় বাইক কেনার কথা ভাবিনি। সৌভাগ্যজনকভাবে রবিনও একই ভাবনার মানুষ। সে জানে পরিশ্রম করে যেতে হবে।' রবিনের ক্রিকেটার হয়ে ওঠার মূলে আছে ফ্রান্সিসের খেলোয়াড় হতে না পারার অপূর্ণতা। নিজের গ্রামে হকি ও ফুটবল খেলতেন ফ্রান্সিস। অ্যাথলেটিকসেও ভালো ছিলেন। কেন এগোতে পারেননি, সেটি জানাতে গিয়ে ফ্রান্সিস বললেন, 'আমার গল্পটা সবাই জানে। দিল্লির ফুটবল ক্যাম্পেও আমাকে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু আমি সেখানে যেতে পারিনি ছবি ছিল না বলে। ওই সময় আমাদের গ্রামে কোনো স্টুডিও ছিল না। ক্যাম্পে না যেতে পারার পর আমি আর এগোইনি। সময়ও ছিল না।' অল্পবয়সী রবিনের মধ্যে স্বপ্ন দেখেন, 'সহজাত হিটার'-এর চিহ্ন দেখে একটা টেনিস বলের ক্রিকেট ব্যাট কিনে এনে দিয়েছিলেন ফ্রান্সিস। এরপর ভর্তি করিয়ে দেন কোচিং একাডেমিতে। যেখান থেকে ধাপে ধাপে রবিন আজ আইপিএল-মঞ্চে। ঝাড়খণ্ডের ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় তারকা মহেন্দ্র সিং ধোনিও চেনেন রবিনকে। ভারতের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ফ্রান্সিসকে ভালোভাবেই চেনেন। গত বছর আইপিএল নিলামের আগে ফ্রান্সিসকে চেন্নাই সুপার কিংসের ধোনি বলেছিলেন, কোনো দল রবিনকে না নিলে চেন্নাই নেবে। তবে বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি। গুজরাটই তাঁকে দলে ভিড়িয়েছে। ফ্রান্সিস এখন স্বপ্ন দেখেন, তাঁর ছেলেও একদিন রাঁচি বিমানবন্দর দিয়ে ভারতীয় দলের ক্রিকেটার হিসেবে বের হয়ে আসবেন তাঁর সামনে দিয়ে।

মেসিদের জন্য দরজা বন্ধ করেছে চিন, খুলে দিয়েছে আমেরিকা

আপনজন ডেস্ক: হংকংয়ে ইন্টার মায়ামির হয়ে লিওনেল মেসি না খেলায় চীন এতটাই চটেছিল যে মার্চে সেখানে হতে যাওয়া আর্জেন্টিনার দুটি প্রীতি ম্যাচ বাতিল করে দিয়েছিল দেশটি। তবে আর্জেন্টিনার জন্য চীন দরজা বন্ধ করলেও খুলে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্চের নির্ধারিত ওই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রেই দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। একটিতে প্রতিপক্ষ নাইজেরিয়া, অন্যটিতে এল সালভাদর।

এর আগে চীনের মাটিতে আইভরিকোস্ট ও নাইজেরিয়ার বিপক্ষে খেলার কথা ছিল আর্জেন্টিনার।

কাল আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) এক বিবৃতিতে বলা হয়, সামনের ফিফা উইন্ডোতে ২৩ ও ২৬ মার্চ দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা দল। এর মধ্যে মধ্য আমেরিকার দেশ এল সালভাদরের বিপক্ষে ম্যাচটি হবে ফিলাডেলফিয়ার লিংকন ফাইনান্সিয়াল ফিল্ডে। তিন দিন পর নাইজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচটি লস অ্যাঞ্জেলেসের মেমোরিয়াল কলোসিয়ামে। সর্বশেষ ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে নাইজেরিয়ার অবস্থান ২৮, এল সালভাদরের ৮১।

চীন সফর বাতিল হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ম্যাচ হওয়ায় আদতে মেসি এবং আর্জেন্টিনা দলের লাভই হয়েছে। ইন্টার মায়ামিতে খেলার সুবাদে মেসির বর্তমান আবাস যুক্তরাষ্ট্রেই। আর্জেন্টিনা দল যুক্তরাষ্ট্রে পা দেওয়ার পর দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারবেন তিনি। জাতীয় দলের ম্যাচ খেলার কারণে মায়ামির হয়ে একটি ম্যাচ মিস করবেন মেসি। ২৩ মার্চ নিউইয়র্ক রেড বুলের সঙ্গে ম্যাচ আছে ইন্টার মায়ামির।

সামনের জুন-জুলাইয়ে কোপা আমেরিকার আসর বসবে যুক্তরাষ্ট্রে। ২১ জুন উদ্বোধনী ম্যাচে নামবে আর্জেন্টিনা, প্রতিপক্ষ হবে কানাডা-ত্রিনিদাদ প্লে-অফে জিতে আসা দল। গ্রুপে কোপা আমেরিকার বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের অপর দুই প্রতিপক্ষ চিলি ও পেরু।

চুয়াডাঙ্গা হাইস্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি ● মেদিনীপুর

আপনজন: মেদিনীপুর সদর ব্লকের চুয়াডাঙ্গা হাইস্কুলের ৬৯ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শেষ হলো শুক্রবার বিকেলে। বুধবার সকালে বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে চুয়াডাঙ্গা হাইস্কুলে মাঠে আয়োজিত তিন দিনের এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শুভেন্দু সিনহা। এর আগে স্থানীয় রামনগর গ্রাম থেকে প্রজ্জ্বলিত মশাল নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য মশাল দৌড় অনুষ্ঠিত হয়। দৌড়ের সূচনায় মশাল প্রজ্জ্বলন করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুদীপ কুমার খাঁড়া। মাঠে মশাল পৌঁছালে প্রজ্জ্বলিত মশাল গ্রহন করে মশাল দন্ডে স্থাপন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শুভেন্দু সিনহা। বিদ্যালয়ের অন্যতম ক্রীড়া শিক্ষক অভিজিৎ ব্যানার্জী ছাত্র ছাত্রীদের শপথ বাক্য পাঠ করান। বুধবার খেলার মাঠেই পালিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। সেখানে ভাষা শহীদদের স্মারক বেদীতে মাল্যদান করেন প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্যরা। তিনদিনের এই প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীদের উৎসাহিত করতে মাঠে উপস্থিত সহকারী প্রধান শিক্ষক মাতুরার মল্লিক, বিদ্যালয়ের সভাপতি তথা মেদিনীপুর সদর পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ গণি ইসমাইন মল্লিক, পাচঁখুরি ৬/২ গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান রবিউল হোসেন সর্দার, পরিচালন সমিতির সদস্য ইমদাদুল পাঠান, কামাল হাসান মন্ডল, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা ও সমাজসেবী গণ।

রানিং, থ্রোয়িং, জাম্পিং এর বিভিন্ন ইভেন্ট গুলি এবং অংক দৌড়, স্লো সাইকেল রেস, মিউজিক্যাল বল, হাড়িভাঙ্গা, চকলেট দৌড়-এর জনপ্রিয় ইভেন্ট গুলোতে বিদ্যালয়ের দেড় সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগী হিসেবে অংশ নেয়। চল্লিশটির বেশি ইভেন্টে প্রতিযোগিতা হয়। দ্রুত সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। ক্রীড়া শিক্ষকদ্বয় সুশান্ত কুমার ঘোষ ও অভিজিৎ ব্যানার্জী তত্ত্বাবধানে খেলা গুলো পরিচালনা করেন বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা।

অধিনায়ক হয়েই আইপিএলে ফিরছেন পন্ত

আপনজন ডেস্ক: ২০২৪ সালের আইপিএলে অধিনায়ক হয়েই ফিরছেন ঋষভ পন্ত। দিল্লি ক্যাপিটালসকে এ মৌসুমে তিনি নেতৃত্ব দেবেন বলে জানিয়েছেন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির মালিকদের একজন পার্থ জিন্দাল। তবে মৌসুমের প্রথম ভাগে উইকেটকিপিং করবেন না তিনি।

২০২২ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্টে সর্বশেষ প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলেছিলেন পন্ত। সে মাসে ভয়ংকর গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েন তিনি। এর পর থেকে ক্রিকেটে ফেরার দীর্ঘ লড়াই চলছে তাঁর। অবশ্য ২০২৪ সালের আইপিএলে তিনি ফিরবেন, সে আশার কথা শোনানো হয়েছে আগেই। সর্বশেষ নিলামেও দিল্লির টেবিলে ছিলেন পন্থ। ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফোকে জিন্দাল বলেছেন, দলের পরিচালক সৌরভ গাঙ্গুলী এবং প্রধান কোচ রিকি পন্টিং পন্তের আইপিএলে ফেরার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বিসিসিআইয়ের কাছ থেকে অনুমোদন লাগবে–পন্থ যে খেলার জন্য ফিট সেটির জন্য। সেটি বিসিসিআই দিয়ে দেবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে। সড়ক দুর্ঘটনার পর ২০২৩ সালের আইপিএলে খেলতে পারেননি পন্ত। ডান হাঁটুর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ লিগামেন্ট ছিঁড়ে গিয়েছিল তাঁর, যেগুলোতে অস্ত্রোপচার লেগেছে। এরপর বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট একাডেমিতে পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যান তিনি।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দপ্তর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।

Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. Editorial Office: 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 Editor: Zaidul Haque